THE

INFANT T

PART V.

THE

MORAL CLASS-BO

COMPILED FOR THE

EMALE SCHOOLS I

KRISHNA BAN

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SANSKRIT

1851.

শিশুশিক্ষা

পঞ্চম ভাগ।

নীতিবোধ।

এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের
ব্যবহারার্থ

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৮।

বিজ্ঞাপন।

রবর্ট ও উইলিয়ম্ চেম্বর্স বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মরাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল অংশ অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে, তৎ সমুদায় এক বারেই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। স্থল বিশেষে আবশ্যক মতে কোন কোন অংশ নূতন রচিত হইয়াছে। যে সকল বিষয় ইঙ্গরেজীতে সুসঙ্গত, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া তৎপরীবর্ত্তে তত্তৎ স্থলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুসঙ্গত বোধ হয়, এমত বিষয় সকল সমাবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি উক্ত ইঙ্গরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এতদ্দেশীয় বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষোপযোগি এক খানি নীতিপুস্তক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশেই এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবৃত্ত হইয়া সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। যদি সৌভাগ্য ক্রমে নীতিবোধ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেই সেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা। কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন [illegible]নুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা। বহুবাজার
সংবৎ ১৯০৮। ৪ ঠা শ্রাবণ

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক

অশুদ্ধি।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি
তাহার প্রীত	তাহার প্রতি	১৩	১৩
যে	যে	৭৯	৬
লেকের	লোকের	৯৮	৮

নীতিবোধ।

পশুগণের প্রতি ব্যবহার।

এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ বহুতর ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে, যে তাহারা মানবজাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমত নিষ্ঠুর, যে দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু কখনই এরূপ কর্ম্ম করা আমাদিগের উচিত নহে; কারণ, অকারণে কোন প্রাণিকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম। আর নিরুপায় দুর্ব্বল জন্তুদিগের প্রতি ক্রূরাচরণ করিতে করিতে মনুষ্যেরা স্বজাতির প্রতিও ক্রূরকর্ম্মা হইয়া উঠে; এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি গর্হিত ও অন্যায্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়। যদি কখন আমরা কোন দুর্ব্বল প্রাণিকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎ-কালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা উচিত, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে অশ্ব অথবা অন্যবিধ কোন জন্তু পুষি; তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্দ্ধক্য, সাতিশয় ক্লান্তি, অথবা অত্যল্প আহার প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বল হইয়া দ্রুতগমনে অক্ষম হইলে তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দ্দয় নির্লজ্জ ও নির্ঘৃণের কর্ম্ম।

যাদব ও মাধব।

যাদব ও মাধব দুই সহোদর ছিল; তন্মধ্যে একের বয়ঃক্রম সাত বৎসর; দ্বিতীয়ের কিঞ্চিদূন পাঁচ বৎসর। যাদব অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুশীল; মাধবও সুবোধ বটে, কিন্তু নিতান্ত বালক বলিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারিত না; সুতরাং সর্ব্বদা কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত।

একদা তাহারা একত্র হইয়া বাটীর নিকটবর্ত্তি উদ্যান দেখিতে গিয়াছিল। তথায় এক তরুকোটরে কুলায় দর্শন করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া তাহারা নীড়ের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, পক্ষিমাতা স্বীয় শিশুসন্তানদিগের আহারপ্রদানে বিরত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। মাধব শাবকগ্রহণে সাতিশয় ব্যগ্র ও লোলুপ হইল; কিন্তু যাদব নিবারণ

করিয়া কহিল, কিছু দিন হইল পিতা কহিয়াছিলেন, পক্ষিশাবক অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। আমাদিগের পিতা মাতা আমাদের প্রতি যাদৃশ স্নেহবান্, পক্ষিরাও তাহাদের শাবকদিগকে তাদৃশ স্নেহ করিয়া থাকে। কোন দুরাত্মা গৃহে আসিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে পিতা মাতা যাদৃশ শোকাকুল হয়েন, পক্ষিরাও তাহাদের শাবক বিরহে তাদৃশ হয় সন্দেহ নাই। মাতৃস্নেহ ব্যতিরেকে পক্ষিশাবক কোন ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না; বালককর্ত্তৃক অপহৃত হইলে প্রায় সর্ব্বদা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব যাবৎ তাহারা উড়িতে ও আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ তাহাদের মাতৃ সন্নিধানে অবস্থান অত্যন্ত আবশ্যক।

ইহার পূর্ব্বে আর কখন এরূপ কথা মাধবের কর্ণ গোচর হয় নাই; সুতরাং ঈদৃশ কর্ম্ম গর্হিত বলিয়া তাহার বোধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিল যে পক্ষিদিগকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া অবিধেয় এবং তদবধি জ্যেষ্ঠের উপদেশানুসরণে স্থিরনিশ্চয় হইল।

ঐ সময়ে তাহাদের পিতা অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন; সুতরাং তাহাদের সমস্ত কথোপকথন তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। পুত্রদিগের এত অল্পবয়সেই পক্ষিশাবক অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন; এবং তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন তোমরা অতি

সুশীল, তোমাদের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহবান্ হইলাম। যদিও ক্ষুদ্র পক্ষিকে ক্লেশ দেওয়া লোকে সামান্য দোষ জ্ঞান করে বটে, কিন্তু কেবল ক্রীড়া ও কৌতুকের নিমিত্ত যে দুঃশীল বালক এতাদৃশ নিরপরাধ জীবের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে, সে অত্যন্ত বালক হইলেও তাহার দোষ সামান্য জ্ঞান অথবা ক্ষমা করা উচিত নহে। যাহারা এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই।

পরিবারের প্রতি ব্যবহার।

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদয় ও সদা অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতা আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও স্নেহপ্রবৃত্তি না থাকিলে আমরা কোন্ কালে কালগ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা ও

সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ, অনুরাগ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে লোকে তা-হাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ করে; সুতরাং তাহারা সকলের প্রণয়াস্পদ ও অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে লোকে তাহাদের এবম্বিধ অনৈসর্গিক গর্হিত ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগেব সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগি-নীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানু-সারে পরস্পরের উপকার ও আনুকূল্য করিতে পারে; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্র রূপ মহামুল্য রত্নের উপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া উচিত।

এনাপিয়াস্ ও এম্ফিনোমস্।

আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখর দেশে গহ্বর থাকে, তদ্দারা ধূম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর ও দ্রবীভূত ধাতুনিস্রব অতি প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হয়। ইউরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তি *সিসিলি দ্বীপে এট্না নামক এক প্রসিদ্ধ* আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। বহুকাল হইল, ঐ পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে অতি ভয়ানক বেগে প্রজ্বলিত ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তি গ্রাম সকল দগ্ধ করিয়াছিল। সন্নিহিত জনপদবাসি লোকেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া স্ব স্ব মহামূল্য দ্রব্যজাত লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু এনাপিয়স্ ও এম্ফিনোমস্ নামে দুই যুবক, অন্যান্য লোকের ন্যায় সম্পত্তি রক্ষণে ব্যগ্র না হইয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধদেশে আরোহিত করিয়া প্রস্থান করিল। পুত্রেরা এই রূপ সদ্ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। ঐ যুবকদ্বয়ের অসাধারণ সাধুতাদর্শনে বিস্মিত হইয়া সকলেই ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

তাহারা যে দিক্ দিয়া গমন করিয়াছিল, ঘটনা ক্রমে পর্ব্বতনিঃসৃত ধাতুনিস্রব ঐ দিক্ স্পর্শও করে নাই; সুতরাং অন্যান্য ভূভাগের ন্যায় দগ্ধ ও মরু না হইয়া পূর্ব্ববৎ উর্ব্বরাই রহিল। কিন্তু সামান্য লোকেরা তাহা অদ্ভুত ও অলৌকিক জ্ঞান করিয়া স্থির করিল, ঐ দুই ব্যক্তির সাধুতা প্রযুক্তই এই আশ্চর্য্য ঘটনা

ঘটিয়াছে ; এবং তদবধি ঐ স্থান "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

আলেক্জাণ্ডর ও তাঁহার মাতা।

যদিও মাতা অতি কুস্বভাবা ও অবোধ হয়েন, তথাপি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ক্ষমা প্রদর্শন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মহাবীর আলেক্জাণ্ডরের মাতা ওলিম্পিয়া সকল বিষয়েই হস্তার্পণ ও আধিপত্য করিতে চাহিতেন এবং আপন পুত্রকে সতত বিরক্ত করিতেন ও যৎ-পরোনাস্তি ক্লেশ দিতেন ; তথাপি তিনি তাঁহার প্রতি ক্ষণকালের নিমিত্তেও অসন্তুষ্ট ছিলেন না ; বরং যৎ কালে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়াছিলেন জয়লব্ধ দ্রব্য জাত মধ্য হইতে দৃঢ়তর মাতৃভক্তির প্রমাণ স্বরূপ ভূরি ভূরি উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র দ্বারা জননীকে এই মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন আপনি রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তার্পণ না করিয়া আমার নিযোজিত কর্ম্মকর্ত্তা এণ্টিপেটরকে অব্যাঘাতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে দিবেন। তাঁহার মাতা এই রূপ ন্যায়ানুগত অভ্যর্থনাতেও সাতিশয় কুপিত হইয়া অতি কর্কশ বচনে ঐ পত্রের উত্তর প্রেরণ করেন। আলেক্জাণ্ডর কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না এবং প্রত্যুত্তর প্রেরণ কালে কোন প্রকার কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন না।

একদা, তাঁহার মাতা অত্যন্ত বিরক্ত করাতে, কর্ম্ম-কর্ত্তা এণ্টিপেটর সাতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা আলেক্‌জাণ্ডরের নিকট তাঁহার নামে অভি-যোগ করেন। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডর পত্র পাইয়া এই মাত্র উত্তর লিখিলেন এণ্টিপেটর তুমি জান না যে আমার জননীর একমাত্র অশ্রুবিন্দু তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে।

ফ্রেডরিক্‌ ও তাঁহার বালক ভৃত্য।

প্রুসিয়ার অধিপতি সুবিখ্যাত ফ্রেডরিকের এক বালক ভৃত্য ছিল। সে নিয়ত তাঁহার গৃহদ্বারে উপবিষ্ট থাকিত, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে আহ্বান করিতেন। এক দিবস তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন সে পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি তাহাকে জাগ-রিত করিবার উদ্যম করিতেছেন এমত সময়ে তাহার অঙ্গবস্ত্র মধ্যে এক খানি পত্র দেখিতে পাইলেন। পত্রার্থ অবগত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ও একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ ও পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ঐ বালক আপন বেত-নের কিয়দংশ জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল; তাহা পাইয়া তিনি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে লিখিয়াছেন

বৎস তুমি যে আমার দুঃখের সময় এই সাহায্য করিলে, তাহাতে আমি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই-লাম; প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ্ করুন এবং যাবজ্জীবন সুখে রাখুন।

মহানুভাব ফ্রেডরিক পত্রপাঠে পুলকিত হইলেন এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কতিপয় মুদ্রা আনিয়া ঐ পত্রের সহিত একত্র করিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান করিতে লাগি-লেন। বালক জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া নরপতি গোচরে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন তোমার গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল। সে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অনন্তর ব্যাকুলতা প্রযুক্ত হঠাৎ অঙ্গবস্ত্র মধ্যে কর প্রবেশ হওয়াতে মুদ্রা দেখিতে পাইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহা বহিষ্কৃত করিয়া বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূর্ণলোচনে বারম্বার রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, একটীও কথা কহিতে পারিল না। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কি হয়েছে কেন কান্দিতেছ। সে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ কোন ব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি করিয়াছে; কি প্রকারে এই মুদ্রা আমার নিকট আইল কিছুই জানি না। রাজা কহিলেন সখে জগদীশ্বর সর্ব্বদা নিদ্রাবস্থায় শুভ প্রদান করেন। এই টাকা তোমার জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও, তাঁহাকে আমার

প্রণাম জানাও, এবং কহিয়া পাঠাও অদ্যাবধি আমি তাঁহার ও তোমার প্রতিপালনের ভার লইলাম।

প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার।

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি-দিগের সমাদর ও মর্য্যাদা করে। কিন্তু নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। যে হেতুক, মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপ-মানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; লোকে তাদৃশ পুরু-ষকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্ত্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়ি মর্য্যাদা করা অতি আবশ্যক। অতএব নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে হয়, নিকৃ-ষ্টের প্রতি সেই রূপ করা প্রধানেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কোন প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে তিনি তাদৃশ

প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধানপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের কুৎসা ও দ্বেষ করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রবৃত্তি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান ও মর্য্যাদা করে। প্রভুরও কর্ত্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিলে সে সন্তুষ্টচিত্তে ও সুচারু রূপে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে সেরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সদ্ব্যবহার দেখিলে ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য্য সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।

আল্‌ফন্সো।

নেপল্‌স ও সিসিলির অধিপতি আল্‌ফন্সো পরম দয়াবান্ ও প্রজারঞ্জন ছিলেন। সিসিলির যুদ্ধকালে বিপক্ষেরা তাঁহাকে নদী উত্তীর্ণ হইতে না দেওয়াতে, তাহার তীরে সমস্ত দিবস সসৈন্য অনাহারে অব-

স্থিতি করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক জন সৈনিক পুরুষ যৎকিঞ্চিৎ আহার দ্রব্য পাইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। এতাদৃশ সময়ে অনেকেই উহা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু আল্‌ফন্সো প্রভুভক্ত সৈনিক পুরুষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া সেই দ্রব্য ফিরিয়া দিলেন; এবং কহিলেন যদি অনাহারে আমার প্রাণবিয়োগ হয় তথাপি এই সমস্ত সৈন্য, সেনাপতি ও অন্যান্য লোক অভুক্ত থাকিতে আমি কোন ক্রমেই ভোজন করিব না।

সময়ান্তরে তিনি একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক অশ্বতর কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে এবং অশ্বতরস্বামী প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কোন ক্রমেই উঠাইতে পারিতেছে না। সে একে একে রাজপথবাহী ব্যক্তিমাত্রকেই সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করে নাই। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিত না, সুতরাং সামান্য লোক জ্ঞান করিয়া সাহায্য করিতে কহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম করিয়া অশ্বতরের উদ্ধার সাধন করিলেন। অনন্তর রাজা তাহার নিমিত্ত এতাদৃশ ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিলেন ইহা অবগত হইয়া অশ্বতরস্বামী কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু রাজা তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই, কি নিমিত্ত এত

ব্যাকুল হইতেছ, এই বলিয়া তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

প্রভুর নিমিত্ত ভৃত্যের প্রাণ দান।

কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতে অনেক ব্যাঘ্র থাকে। তাহারা স্বাভাবিক অত্যন্ত ক্রূর ও বলবান্; বিশেষতঃ শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ১৭৭৬ খৃঃঅব্দে শীতকালে কাউন্ট পডস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত লোক সস্ত্রীক শকটারোহণে বিয়েনা হইতে ক্রাকো গমন করিতে ছিলেন। অস্‌উইক্ ও জেটর নগরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে বহুসঙ্খ্যক ব্যাঘ্র তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে অশ্বারোহী ভৃত্য ছিল সে অতিশয় প্রভুভক্ত; এই নিমিত্ত তিনি তাহার প্রীত সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন। সে ব্যাঘ্রদিগকে উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া নিবেদন করিল আপনি অনুমতি করিলে আমি এই ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া শকটের পশ্চাৎভাগে আরোহণ করি; ঘোটক পাইলে ইহারা আপাততঃ কিঞ্চিৎ শান্ত হইবেক, আমরাও সেই অবসরে জেটর পহুছিতে পারিব। তিনি সম্মত হই-লেন। ভৃত্য অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শকটের পশ্চাৎ ভাগে আরোহণ করিল। ব্যাঘ্রেরা সেই অশ্বকে

ধরিয়া তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এই অবসরে তাঁহারা সন্নিহিত নগর প্রাপ্তির আশয়ে প্রাণ পণে শকট চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল অতএব দ্রুত গমন করিতে পারিল না; সুতরাং ব্যাঘ্রেরা শোণিতের আস্বাদ প্রাপ্তি দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইয়া পুনর্ব্বার শকটের নিকট উপস্থিত হইল।

ভৃত্য এই বিষম বিপাক উপস্থিত দেখিয়া কহিল, প্রভু এক্ষণে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায় আছে; যদি আপনি শপথ করিয়া বলেন আমার স্ত্রী ও পুত্র-গণের যাবজ্জীবন পিতৃবৎ প্রতিপালন করিবেন; তাহা হইলে আমি ব্যাঘ্রগণের সম্মুখে যাই। আমি নিশ্চয় মরিব বটে, কিন্তু যে সময়ে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিবেক ঐ অবকাশে আপনারা পলাইতে পারিবেন; তিনি সহসা সম্মত হইতে পারিলেন না। কিন্তু এরূপ না করিলে এক ব্যক্তিরও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই এই ভাবিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন; এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যদি তুমি আমাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণদান কর তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার পরিবারের ভরণ পোষণ করিব। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র-গণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারাও তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। এই অবসরে কাউণ্ট মহা-শয়ও সস্ত্রীক নিরাপদে জেটরনগরে উত্তীর্ণ হইলেন।

অনন্তর তিনি যে ধর্ম্মপ্রমাণ আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন ইহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র।

পরিশ্রম।

আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকর্য্যার্থে যে নানা বস্তু আবশ্যক, সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীকে সেই সমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহার যোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহ সামগ্রী নির্ম্মাণ বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে শণ, ঊর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন ও প্রয়োজনোপযোগি অন্যান্য দ্রব্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক পরিশ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসিলোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতি কষ্টে কালযাপন করে; উত্তমরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য ও পরিধেয় পায় না; এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না; এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কালহরণ করে, তাহা অসভ্যজাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলতঃ যে জাতি যেমন পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয়। পৃথিবীর মধ্যে জর্ম্মন্, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইংরেজ এই কয়েক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ পরিশ্রমহীন জনপদ অপেক্ষা পরিশ্রমি দেশের লোকেরা অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে সুখী।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহার চিরকাল দুঃখ ও অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখন কষ্ট পায় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। ফলতঃ যে যেমন পরিশ্রম করে তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

জগদীশ্বর যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত যে কোন

ব্যক্তি অনাবশ্যক ও অসঙ্গত পরিশ্রম করিবেক না। মানসিক ও কায়িক শ্রম না করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুখলাভ হয় না বটে; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অনুচিত ও অবিধেয়। যেহেতু তদ্দ্বারা শরীর একান্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য প্রতিঘাতের সম্ভাবনা নাই।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উত্তর আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তি বোষ্টন্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, বসাব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি ফ্রাঙ্কলিনকে মুদ্রাযন্ত্রালয়ের কর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন্ অধ্যয়নে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন তদ্দ্বারা পাঠোপযোগি পুস্তক ক্রয় করিতেন। এইরূপে বিদ্যানুশীলনে ব্যাসক্ত হইয়াও আপন কর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র উপেক্ষা করিতেন না। তিনি ধন ও সময় কখন বৃথা ব্যয় করেন নাই। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ফিলাডেল্ফিয়া নগরে গিয়া বাস করিলেন; তথায় কিমর নামক এক ব্যক্তির যন্ত্রালয়ে কিছুকাল কর্ম্ম করেন।

স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিশক্তি ও পরিশ্রম প্রভাবে ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহার বিশুদ্ধ ইঙ্গরেজীভাষায় রীতিমত পত্র লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তল্লিখিত এক খানি পত্র দেখিয়া এমত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে স্বয়ং তদীয় প্রভুর বিপণীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ফ্রাঙ্কলিন্ লণ্ডন গমন করিয়া কিছু কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নানা যন্ত্রালয়ে কর্ম্ম করি-লেন। অন্যান্য কর্ম্মকরেরা সুরাপান বিষয়ে মাসে প্রায় দশ বার টাকা নষ্ট করিত এবং এইরূপে অপেয় পান দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত করিয়া রাখিত। ফ্রাঙ্কলিন্ সুরাপানে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার বুদ্ধি ও শারীরিক স্বাস্থ্য সদা অব্যাহত থাকিত এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থও বাঁচিত।

বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিমরের সহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে পারিতেন; প্রতিদিন অন্যান্য বহুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও অতি দীর্ঘ এক পত্রের অক্ষর যোজনা করিতেন।

প্রতিবেশিরা তাঁহার পরিশ্রম, প্রখর বুদ্ধিশক্তি এবং সরল ও বিশুদ্ধ ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, যিনি যত পারিতেন, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে

কর্ম্ম আনিয়া দিতেন; স্থুতরাং তাঁহার অবলম্বিত বিষয় কর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করেন; উহা এমত স্থবিবেচনা ও নৈপুণ্যপূর্ব্বক চালাইতে লাগিলেন, যে তাহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ অর্থাগম দ্বারাও যে তাঁহার স্বভাবের কোন প্রকার বৈপরীত্য জন্মে নাই ইহা প্রদর্শনার্থ তিনি অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান ও পরিমিত ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; এবং কখন কখন ইহাও দৃষ্ট হইত যে মুদ্রাযন্ত্রালয়ের নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিয়া এক শকটে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং টানিয়া আনিতেছেন। অনন্তর তিনি কাগজ কলম প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ ও সাধারণের সাহায্যে এক পুস্তকাগার সংস্থাপন করিলেন এবং প্রতি বৎসর বিবিধ হিতোপদেশ পূর্ণ এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন্ এবম্বিধ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যোপার্জ্জনে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বদেশবাসিদিগের নিকট এমত মান্য হইয়াছিলেন যে ক্রমে ক্রমে দুই রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহাতে স্বদেশের হিতসাধন বিষয়ে যত্নবান হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। অতএব অবিলম্বে তিনি সাহিত্য

ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত এক সভা স্থাপন এবং বালকদিগের সুচারুরূপ বিদ্যাশিক্ষার্থে এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। সেই সময়ে আর এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার উদ্দেশ্য এই যে তৎ প্রদেশবাসি লোক আপন আপন বিষয়ানুসারে সভাধ্যক্ষদিগকে মাসিকাদি নিয়মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করিবেন, অগ্নিদাহ দ্বারা যাহার যে ক্ষতি হইবেক, সভাধ্যক্ষেরা এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। এই সভা সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ফ্রাঙ্কলিন। ফলতঃ তৎপ্রদেশে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছিল তিনি তৎসমুদায়ের এক প্রকার কর্ত্তা ছিলেন।

অনন্তর তিনি পদার্থবিদ্যাবিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে তিনি ঘুড়ি দ্বারা মেঘ হইতে বিদ্যুৎ অবতীর্ণ করেন এবং বিদ্যুৎ কি পদার্থ তাহা তাঁহা দ্বারাই প্রথম প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার নাম ইউরোপের সর্ব্বপ্রদেশে সুবিখ্যাত হইল।

তাঁহার বয়সের পরিপাকাবস্থায় ইংরেজদিগের সহিত আমেরিকাবাসিদিগের যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি এক প্রধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ঐ সংগ্রাম দ্বারা আমেরিকা ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। তিনি কয়েক বৎসর স্বদেশের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া ফ্রান্সের রাজার নিকট গমনা-

গমন করিয়াছিলেন। "যে ব্যক্তি আপন কর্ম্মে তৎপর, সে রাজসমীপে মান্য ও আদরণীয় হয়" বাইবলের এই উপদেশ বাক্য তাঁহার পিতা কখন কখন আবৃত্তি করিতেন। এক্ষণে এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে উক্ত উপদেশ বাক্য ফ্রাঙ্কলিনের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যৎকালে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন বিষয় কর্ম্মে প্রথম প্রবৃত্ত হন্ তখন তিনি অতি দীন হীন ছিলেন; কিন্তু পরিশ্রম প্রজ্ঞা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা এরূপ ধন সঞ্চয় ও সম্মান লাভ পূর্ব্বক লোক যাত্রা সম্বরণ করেন যে তৎকালীন অতি অল্পলোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভূমণ্ডলে যদি কোন ব্যক্তি ধন, মান ও খ্যাতি লাভ করেন; তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশী উন্নতি হইল, অবগত হইতে সকলেরই অন্তঃকরণে অভিলাষ জন্মে। ফ্রাঙ্কলিন্ কি প্রকারে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিতে হইলে, তদ্রচিত গ্রন্থ পাঠেই এতদ্বিষযে পরিতৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহাতে এই লিখিত আছে "ধনোপার্জ্জনের পথ আপণে যাইবার পথের ন্যায় অতি সহজ। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই দুই মাত্র ধনসঞ্চয়ের প্রধান উপায়; অর্থাৎ সময় ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া উভয়কেই অত্যুৎকৃষ্ট রূপে নিযোজিত করা উচিত। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা ভিন্ন কিছুতেই কিছু হয় না; কিন্তু এই দুই থাকিলে সকলই সিদ্ধ হইতে পারে। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ন্যায় বাক্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতাও ইহ

লোকে উন্নতি লাভের প্রধান সাধন, তদ্রূপ আর কিছুই নাই”। তিনি আরও লিখিয়াছেন, “পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। জগদীশ্বর পরিশ্রমি ব্যক্তিকেই সকল বিষয় প্রদান করেন। যাহা কর্ত্তব্য থাকে অদ্য করিয়া লও, কারণ তুমি জান না কল্য কত বাধা ঘটিতে পারে। যদি তুমি কাহারও ভৃত্য হও আর তোমার প্রভু তোমাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখেন, তুমি কি লজ্জিত হইবে না? তুমি আপনি আপনার প্রভু, অতএব আপনি আপনাকে অলস দেখিয়াও তোমার সেই রূপ লজ্জিত হওয়া উচিত”।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন।

সৃষ্টিকর্ত্তার এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে মনুষ্য মাত্রেই আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিবেক। তাঁহার কখনই এরূপ অভিপ্রায় নহে যে আমরা অশন ও বসন অথবা অন্যান্য অভি-লষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে পরস্পর আনুকূল্য অপেক্ষা করিব। তিনি আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য

করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনা-য়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহ ও সাংসারিক সুখ সম্ভোগের স্থিরতর উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাবধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আব-শ্যক যে কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিতে হয়। স্বয়ং বস্ত্র পরিধান, স্বয়ং মুখ প্রক্ষালন ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত; জননী অথবা দাস দাসীগণ সতত ঐ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেক এমত আশা করিয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল্যকালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সং-সারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জী-বিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব্বলোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। আর মনুষ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর যে আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল সে, তাহাদের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে; এবং অল্প পরি-শ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমত বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবেক।

আমরা আপন কর্ম্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত

থাকিলে সে রূপ হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে ; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

সর্ রবর্ট ইনিস্।

স্কট্‌লণ্ডের উত্তরাংশে অর্টন্ নামে এক নগর আছে ; তথায় ইনিস্ নামা এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে ইনিসের ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহারা কিছুই সংস্থান রাখিয়া যান নাই সুতরাং ইনিসের দিনপাত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেকেই আত্মীয়গণের গলগ্রহ হইয়া উঠে ; কিন্তু তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন কদাচ পর প্রত্যাশী হইব না। তিনি কোন ব্যবসায় বা বিষয় কর্ম্ম শিখেন নাই, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তদনুসারে তিনি অশ্বারোহ সৈনিক দলে নিযুক্ত হইলেন ; তথায় তাঁহাকে পর্য্যায়ক্রমে প্রহরির কর্ম্ম করিতে হইত।

এক দিবস তিনি প্রহরী রূপে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এমত সময়ে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ণেল সাহেব কোথায় তাঁহার

নিকট আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এই ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু জানিতেন না যে তিনি এক্ষণে এরূপ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তৎকালে কর্ণেল সাহেব অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া, ঐ আগন্তুক ব্যক্তি ইনিসের নিকট দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং তিনিই যে সর রবর্ট ইনিস্ ইহা অতি ত্বরায় অবধারিত করিলেন। পরে কর্ণেল সাহেবের গোচরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অনেক রাজার অপেক্ষা আপনকার গৌরব অধিক; কারণ অতি সম্ভ্রান্ত লোক আপনকার প্রহরী। ঐ কর্ণেলের নাম উইনরাম্। উইনরাম্ শুনিয়া ও সবিশেষ অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি আসিবামাত্র কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন তোমারই নাম সর্ রবর্ট ইনিস্; তুমি কি অভিপ্রায়ে এমত সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ। ঐ যুবা ব্যক্তি অতি বিনীতভাবে কহিলেন হাঁ মহাশয় আমার নাম রবর্ট ইনিস্। পিতা মাতা মরণ কালে এক কপর্দ্দকও সম্বল রাখিয়া যান নাই। এক্ষণে আত্মীয়গণের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা, আপন মান সম্ভ্রম ও পদের গৌরব বিস্মরণ পূর্ব্বক সদুপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা উত্তম, এই বিবেচনা করিয়া আমি এই কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি।

উইন্‌রাম্‌ প্রথমতঃ যেমন চমৎকৃত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ আহ্লাদিতও হইলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে ব্যক্তির এরূপ রীতি চরিত্র, সে অসামান্য গুণসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সে দিনের নিমিত্ত বিদায় দিলেন, ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং কহিলেন যে কোন বস্ত্রাদি তোমার অভিমত হয় আমার পরিচ্ছদাগার হইতে গ্রহণ কর। কিন্তু ইনিস্‌ কহিলেন আমি এখানে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিতাম তাহার কিছু কিছু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; অতএব আর আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই রূপে কর্ণেল মহাশয় উত্তরোত্তর ঐ যুবা ব্যক্তির প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া ত্বরায় তাঁহাকে এক উত্তম পদে অধিরূঢ় করিলেন।

তৎকালে কর্ণেলের দুহিতা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি ইনিস্‌কে তথায় লইয়া গেলেন; এবং সেই যুব যুগলকে পরস্পর অনুরক্ত দেখিয়া তাঁহাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এই পরিণয় কোন ক্রমেই অযোগ্য হইবেক না, যেহেতুক কন্যার ধন সম্পত্তি বরের কুলমর্য্যাদার অনমুরূপ নহে, এবং ঐ সম্পত্তি ও ইনিসের বেতন এই উভয় দ্বারা উভয়ের স্বচ্ছন্দে কালযাপন

হইতে পারিবেক। অনন্তর বরকন্যা পরিণীত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কিন্তু আপদ্ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত ও অবিচলিত চিত্তে তাহার প্রতি-বিধান চেষ্টা করা উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মাবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না এমত আশা করিতে পারা যায় না। আমা-দের পরিধান বস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভা-বিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন হইলে প্রাণনাশের ও আটক নাই। কিন্তু বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তনে তৎপর হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদ্ পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমত অভি-ভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়, যে তাহারা আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় করিতে পারে না। এরূপ হইলে

বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপদ্ কালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ও বিশিষ্ট ফলদায়ক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে উপস্থিত অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব কহে। এই গুণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। ঐ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; যেহেতু এরূপ করিলে তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে এক খান সতরঞ্চ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

দহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ হয়, সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে; তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। এমত স্থলে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া অতি উত্তম কল্প; যেহেতু তৎকালে মেজের উপর অতি নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া ও

নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্ত পদাদি বিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও ঐ খানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

দহ্যমানগৃহস্থিত দুই স্ত্রীর বিপরীত আচরণ।

একদা রজনীযোগে কোন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল। গৃহস্বামিনী জাগরিত হইয়া দেখিলেন অগ্নিশিখা অতি প্রচণ্ডবেগে গবাক্ষদ্বার দিয়া বাস গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার পুত্রেরা পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে শয়ন করিয়া ছিল। ঐ সময়ে তাহাদিগকে জাগরিত করিলে অনায়াসে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং অতি কষ্টে গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক এক বারেই রাজপথে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইবা মাত্র প্রাণসম পুত্রেরা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু পুনর্ব্বার গৃহপ্রবেশ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন; এখানে পুত্রেরা অগ্নি দাহে প্রাণত্যাগ করিল।

আর এক রাত্রিতে ঐ বাটীর অন্য এক গৃহে অগ্নি

লাগাতে সেই গৃহের কর্ত্রী জাগরিত হইয়া দেখিলেন বাসগৃহের নীচে অগ্নি অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার স্বামী গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছেন, এমত সময়ে তিনি নিবারণ করিয়া কহিলেন দ্বার খুলিলে ধূম ও অগ্নির উত্তাপে কোন ক্রমেই গৃহে থাকিতে পারা যাইবেক না। তাঁহার কয়েকটি পুত্র ধাত্রীর সহিত পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে নিদ্রিত ছিল। গৃহ স্বামিনী তাহাদিগকে জাগরিত করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুল না হইয়া কয়েকখান চাদর ও কম্বল পরস্পর যোজিত করিলেন, এবং তাহার এক প্রান্ত স্বয়ং ধারণ করিয়া অপর প্রান্ত ধাত্রীকে অবলম্বন করাইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রথমতঃ তাহাকে নীচে নামাইয়া দিলেন। পরে ঐ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রদিগকেও অবতীর্ণ করিলেন; অবশেষে তাঁহারাও স্ত্রীপুরুষে অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে সকলেরি প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে এক ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; যেহেতু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সমুদায় গৃহ ভস্মাবশেষ হইল।

চিত্রকরের ভৃত্য।

সর্ জেম্স থরন্‌হিল্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তিনি কোন এক দেবালয় চিত্রিত করিবার ভার লইয়াছিলেন। এক দিবস তিনি ঐ দেবালয়ের

কোন অংশের চিত্রকর্ম্ম কেমন হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত ভারার উপর উঠিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে পাছু হাঁটিয়া আসিয়া ক্রমে ভারার নিতান্ত প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন, আর এক পা চলিলেই এক-বারে অধঃপতিত হইয়া ধূলিসাৎ হইতেন। তাঁহার ভৃত্য এই বিপদ্ উপস্থিত দেখিবামাত্র চিত্রকর্ম্মের উপর এক বাটি রঙ্ প্রক্ষেপ করিল। তিনি ভৃত্যের আপাততঃ গর্হিতবৎ আভাসমান এই ব্যাপার দর্শনে ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর ও পশ্চাদ্গমনে বিরত হইয়া তাহার দণ্ডবিধানার্থে সম্মুখে ধাবমান হই-লেন। কিন্তু তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যদি ভৃত্য এপ্রকার উপায় না করিয়া তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ্ জানাইত, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ব্যাকুল ও স্খলিতপদ হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই স্থলে ভারার প্রান্তভাগ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে সম্মুখে গমন ভিন্ন তাঁহার প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। অতএব চিত্রিত প্রদেশে রঙ্ প্রক্ষেপ করিয়া ভৃত্য বিলক্ষণ বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াছিল। ফলতঃ ভৃত্য এরূপ সতর্ক ও প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে কোন ক্রমেই চিত্রকরের অপমৃত্যু নিবারণ হইত না।

বিনয়।

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিম্বা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে নম্র ও বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্গুণের শোভা সম্পাদন করে; কিন্তু যথার্থ সদ্গুণও আত্মশ্লাঘা সহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে; লোকে নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারি ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান

করে; কিন্তু তৎপ্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরি বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে; অতএব সকলেরি মত ভ্রান্তি মূলক, কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবা ও ঐরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

সর্ আইজাক্ নিউটন্।

অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন সর্ব্বজন প্রশংসনীয় মহাত্মাদিগকে সামান্য গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সমধিক শিষ্ট ও বিনীত দেখিতে পাওয়া যায়। মহানুভাব সর আইজাক্ নিউটন্ স্বীয় অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি অতিশয় শিষ্টও বিনীত ছিলেন। অতি শৈশব কালে পঠদ্দশাতেই তিনি স্বহস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পাঠশালাস্থ সকলকে চকৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার করপত্র, কুঠার, হাতুড়ি প্রভৃতি কতক গুলি অস্ত্র ছিল; এই সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে

তিনি বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের অনতিদূরে এক বায়ুঘরট্ট সন্নিবেশিত ছিল। তিনি যাবৎ উহার সঞ্চালনের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইয়াছিলেন, তাবৎ সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার প্রত্যেক অংশ অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন। অনন্তর যখন সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন, তখন তিনি আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তদপেক্ষা কিছু ছোট অতি আশ্চর্য্য গঠন এক বায়ুঘরট্ট নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ যন্ত্র বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইবে বলিয়া তিনি কখন কখন বাটীর উপরি ভাগে স্থাপিত করিতেন; এবং কখন কখন তাহার অন্তর্গত চক্রের উপর কিঞ্চিৎ শস্য রাখিয়া তাহার মধ্যে একটি ইন্দূর প্রবেশ করাইয়া দিতেন; সেই ইন্দূর তথায় গিয়া আপন অঙ্গচালন বা শস্য খাইতে যাইবার উদ্যম দ্বারা ঘরট্টের গতি সম্পাদন করিত।

তিনি একটি পুরাণ বাক্স লইয়া তদ্দ্বারা জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সচরাচর যে রূপ ঘড়ী দেখিতে পাওয়া যায় ঐ ঘড়ী গঠনে অবিকল সেই রূপ, কেবল আকারে অনেক ছোট। তাহার উপরি ভাগে বেলাবোধক অক্ষরাঙ্কিত এক শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল, এবং তদন্তর্গত এক খান কাষ্ঠখণ্ড জলবিন্দুপাতদ্বারা উত্থিত অথবা পতিত হইয়া শঙ্কুদণ্ড সঞ্চালিত করিত। এই ঘড়ী তাঁহার শয়নাগারে থাকিত। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ ঘড়ী জলে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, এক

দিনও বিস্মৃত হইতেন না। উহা এমত ঠিক্ চলিত যে বেলা জানিবার আবশ্যক হইলে বাটীর সকলেই ঐ ঘড়ী দেখিতে যাইত। নিউটন্ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই-বার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ ঘড়ী আশ্চর্য্য বস্তু স্বরূপ বাটীতে রক্ষিত হইয়াছিল। নিউটন যে গৃহে বাস করিতেন তাহার সমুদয় ভিত্তিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, জাহাজ ও গণিতসংক্রান্ত চিহ্ন এই সমস্ত অঙ্গার দ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত ছিল।

নিউটন্ যখন কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক হইয়া বিদ্যালয়ে গমন করিলেন, তখন তিনি বায়ু, জল, জোয়ার, ভাটা, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণের বিষয় কিছু কিছু অবগত হইতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন। এক দিবস তিনি আপন উদ্যানে উপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে বৃক্ষ হইতে এক আতা ভূতলে পতিত হইল; তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে আতারই এমত কোন শক্তি আছে যে সে স্বয়ং অধঃ পতিত হইল, অথবা পৃথিবীরই এমত কোন শক্তি আছে যে তাহার আকর্ষণ দ্বারা আতাপাত হইল। পরিশেষে অনেক বিবেচনার পর নির্দ্ধারিত করিলেন যে পৃথিবীর আকর্ষণেই আতা পতিত হইয়াছে এবং ঐ আকর্ষণ প্রকৃতির এক নিয়ম। উহা দ্বারা সকল পদার্থ ভূতলে পতিত থাকে, ইতস্ততঃ যাইতে পারে না। ঐ আকর্ষণ পদার্থের গুরুত্বের কারণ; এই নিমিত্ত আকর্ষণ শক্তিকে গুরুত্বও বলিয়া থাকে। তিনি ইহাও

আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন যে বস্তুমাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে এবং তাহাদিগের আকার ও দূরত্ব অনুসারে আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য হয়। এই নিয়ম অনুসারে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা, এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত ও পৃথক্ পৃথক্ দূরদেশে ব্যবস্থাপিত আছে।

লোকে নিউটনের এই সমস্ত আবিষ্ক্রিয়াকে মহোপকারক বলিয়া স্বীকার করে, এবং এই সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানি লোকেরা চিরকাল ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবেক।

নিউটন্ অতি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে ক্রোধাদির বশীভূত হইতে দেখে নাই। তাঁহার একটি ছোট কুকুর ছিল; তিনি উহাকে ডায়মণ্ড বলিয়া ডাকিতেন। এক দিবস তিনি কোন কর্ম্মানুরোধে পাঠ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, দৈবাৎ সেই সময়ে ডায়মণ্ড টেবিলের উপর উঠিয়া জ্বলন্ত বাতি ফেলিয়া দেয়। তাহাতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র ভস্মাবশেষ হয়। এইরূপে তাঁহার বহু বৎসরের আয়াস বিফল হইয়া যায়। কিন্তু নিউটন্ পাঠগৃহে প্রবেশিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াও কুকুরকে প্রহার করিলেন না কেবল এই মাত্র কহিলেন ডায়মণ্ড! তুমি যে আমার কি পর্য্যন্ত ক্ষতি ও অপকার করিয়াছ তাহার কিছুই জান না।

নিউটন্ অতিশয় জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যার অহঙ্কার করিতেন না। স্বভাবতঃ সাতিশয় নম্র ও বিনীত ছিলেন। কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলের প্রতি সমান দয়ালু ছিলেন। তিনি যদিও তৎকালীন প্রায় সকল লোক অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু মরিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, আমার যাহা শিখিতে অবশিষ্ট আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে যাহা শিখিয়াছি উহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয় ভাবিতে বসিয়া কখন কখন তিনি তাহাতে এমত মগ্ন হইতেন, যে তাঁহার আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া প্রায় এক প্রহর কাল পড়িয়া থাকিত, ইহার কমে তাঁহাকে উঠাইতে পারা যাইত না। ১৭২৭ খৃঃঅব্দে পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি তনুত্যাগ করেন।

শিষ্টাচার।

সকল মনুষ্যেরই স্বভাব ও মনের গতি পৃথক্ পৃথক্। আপনার মনে যাহা উদয় হয়, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যদি তাহাই কহে, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত যখন আমরা পাঁচ জন একত্র হই, তখন কেবল

এমত কথা কহা উচিত যে তাহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির অসন্তোষ না জন্মে।

যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি যে রূপ লোক তাঁহার তদনুরূপ মর্য্যাদা ও সমাদর করা উচিত। যদি অভ্যাগত ব্যক্তি মান্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনি, মহাশয় ইত্যাদি সম্মান সূচক শব্দ, ও সমকক্ষ ব্যক্তি হইলে ভাই, তুমি ইত্যাদি আদর সূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত। অতি সামান্য লোক হইলেও তাহাকে আপনার তুল্য লোক বিবেচনা করিয়া সম্ভাষণ ও সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। অনেকেই এরূপ লোককে অরে, তুই ইত্যাদি অবজ্ঞা সূচক শব্দে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায়। যে ঐ প্রকার কথা বলে, তাহার কিছুই লাভ নাই, কিন্তু যাহাকে বলা যায়, সে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাকে অহঙ্কৃত, অশিষ্ট ও অভদ্র মনে করে। কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে হইলেও যথোচিত বিনয়, শিষ্টাচার ও সমাদর পূর্ব্বক লেখা উচিত। যে যেমন লোক, তাহাকে সেই রূপ পাঠ লেখা কর্ত্তব্য।

যখন অনেকে একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতে থাকে, তখন যে ব্যক্তি প্রথম কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কথা সমাপ্ত না হইলে আর কাহারো কহিতে আরম্ভ করা উচিত নহে; করিলে শিষ্টাচারের বহির্ভূত কর্ম্ম করা হয়। অনেকেই এরূপ শিষ্টাচারের

অনুষ্ঠানে অনিচ্ছু; কিন্তু সে রূপ হওয়া কদাচ বিধেয় নহে; যে হেতু তাহাতে পূর্ব্ব ব্যক্তির অনাদর করা হয় এবং আপনারও অসভ্যতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। ফলতঃ এমত স্থলে আপনার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া পরের কথা সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অতি আবশ্যক। তাহা না করিয়া অকারণে এক ব্যক্তিকে ক্ষোভ দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

যাহার যে রূপ সহবাস তাহার তদনুযায়ি স্বভাব হয়। যদি আমরা সর্ব্বদা এমত স্থানে থাকি যে সেখানে সতত বিবাদ ও কলহ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ রূঢ় ও রাগাসক্ত হইয়া উঠে। আর সর্ব্বদা মৃদু বাক্য শ্রবণ করিলে আমরা মৃদু স্বভাব ও শিষ্টপ্রকৃতি হই। যে ব্যক্তি স্বভা-বতঃ রূঢ় ও অশান্ত হয়, সেও সতত শিষ্টসংসর্গে বাস করিলে শিষ্ট ও শান্ত হয় সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসংসর্গ সেবনে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেন।

শিষ্টাচার করা অতি আবশ্যক ও উচিত বটে, কিন্তু যাহাতে লোক চাটুকার মনে করে এমত শিষ্টাচার করা অকর্ত্তব্য। কাহারও ঔদ্ধত্য দেখিলে অথবা রূঢ় ও অবজ্ঞা সূচক বাক্য শ্রবণ করিলে লোকে যেমন অসন্তোষ ও বিরাগ প্রকাশ করে, কাহাকেও চাটুকারের ন্যায় অন্যের অনুবৃত্তি করিতে দেখিলে সেই রূপ করিয়া থাকে।

পারস্যদেশীয় কৃষাণ।

যিনি যত কেন উচ্চপদারূঢ় হউন্ না, অতি দীন হীনের সৌজন্য প্রদর্শন ও শিষ্টাচারেও তাঁহাকে প্রীত হইতে হয়। এবং যে যত কেন দীনহীন হউক না, সে সৌজন্য প্রদর্শন ও শিষ্টাচার দ্বারা প্রশংসা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, অনুগ্রহ প্রদর্শন বা শিষ্টাচার দ্বারা কত লাভ বা উপকার হইল তাহার তত গণনা করা যায় না; সে ব্যক্তি সেই অনুগ্রহ প্রদর্শন বা শিষ্টাচার কেমন অন্তঃকরণে ও কি ভাবে করিল তাহাই প্রধান রূপে গণনীয় হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই অতি দীনহীনেরা অতি সামান্য রূপ উপকার করিয়াও যে রূপ প্রশংসনীয় ও আদরণীয় হয়, অতি সমৃদ্ধ লোকেরা, সাধ্যানুসারে যত পারেন্, উপকার করিয়াও, কখন কখন সে রূপ হইতে পারেন না। ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে প্রথম চার্লস এমত অসন্তোষ জনক রূপে নিজ পারিষদগণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতেন, যে তাহারা তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু অন্যান্য রাজারা পারিষদগণের প্রার্থনা পরিপূরণ অস্বীকার করিয়াও এমত সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিতেন, যে তাহারা অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও অসন্তুষ্ট হইত না।

একদা পারস্যের অধিপতি আর্টজরক্সিস্ দেশ-

ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন এমত সময়ে এক কৃষাণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সে দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সম্মুখে কোন দ্রব্য না পাইয়া, সন্নিহিত নদী হইতে এক অঞ্জলি জল আনিয়া পানার্থে তাঁহার সম্মুখে ধরিল। রাজা এতাদৃশ অসদৃশ উপহার দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; কিন্তু তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন, যদিও ইহা অতি সামান্য উপহার বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা তোমার সাতিশয় সৌজন্য প্রকাশ পাইতেছে। ফলতঃ এই কৃষাণ অবস্থা ও আকারে কৃষাণ বটে, কিন্তু তাহার মন স্বভাবতঃ ভদ্র লোকের ন্যায় ছিল সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ লুই।

ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর এমত অনেক দোষ ছিল, যে তাঁহাকে প্রশংসিত রাজা বলা যায় না; কিন্তু দয়া ও সৌজন্য বিষয়ে তিনি অসাধারণ ছিলেন। যাহা কহিলে কেহ মনে দুঃখ পায় এমত কথা তিনি প্রায় কখনই কহিতেন না। একদা কয়েকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আগমন করিয়া যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমত সময়ে তিনি কথা প্রসঙ্গে একটি গল্প আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন উহা বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইবেক; কিন্তু অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠিল। প্রায় কেহই

সন্তুষ্ট হইল না, বরং এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ত্বরায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে কহিলেন আমার গল্প যে অত্যন্ত নীরস হইয়াছিল তাহা তোমরা অবশ্য অনুভব করিয়াছ। তাহারা সকলেই একবাক্যে কহিল, মহারাজ! আপনার যাদৃশ সৌজন্য প্রসিদ্ধ আছে, গল্পটি তদনুরূপ হয় নাই। রাজা কহিলেন ইহা দ্বারা যে অমুকের পিতার নিন্দা করা হইবেক, গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে পর তাহা আমার স্মরণ হইল। এক্ষণে অনুতাপ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। যাহা হউক গল্প করিয়া কাহারও মনে দুঃখ দেওয়া অপেক্ষা সে গল্পের উল্লেখ না করাই ভাল। বোধ করি আমি আর কখন এরূপ গল্প করিব না।

লুই স্বয়ং কখন কাহাকেও উপহাস করিতেন না এবং পরিবারের কোন ব্যক্তিকেও উপহাস করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ আমোদ সামান্য লোকের পক্ষে বজ্র ও বিষাক্ত বাণতুল্য। একদা তাঁহার পুত্রবধূ কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে ছিলেন যে ইহা অপেক্ষা কুৎসিত পুরুষ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে দেখি নাই। এই কথা তিনি এমত উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, যে সে ব্যক্তি তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। রাজা শুনিয়া সাতিশয়

বিরক্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে কহিলেন, আমার রাজ্যে যত লোক আছে, আমি এই ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী দেখি। ইনি আমার একজন অত্যুৎকৃষ্ট সাহসী সেনাপতি, বিপক্ষের আক্রমণ কালে অদ্বিতীয় সহায়। অতএব আমি কহিতেছি তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, অবিলম্বে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা কর।

পরিমিতাহার।

কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলকেই শরীর রক্ষার্থে কিছু কিছু আহার করিতে হয়। কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক। যে ব্যক্তি বলবান্ ও সুস্থ, দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার অধিক ভোজন আবশ্যক; তাহা না হইলে শরীর রক্ষা হয় না। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও তৃপ্তি বোধ হয় তাহাকে পরিমিত কহা যায়। সকলেরই পরিমিত ভোজন করা উচিত। অপরিমিত ভোজন করিলে সুচারুরূপ পরিপাক হয় না; সুতরাং অসুস্থ ও রুগ্ন হইতে হয়।

অনেকেই অপরিমিত আহার করিতে ভাল বাসে; কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে সেই অপরিমিত আহারের নিমিত্ত যে অশেষ ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা আহারের সময় তাহাদিগের বোধগম্য হয় না। বরং

কেহ নিষেধ করিলে উপহাস করে অথবা অসন্তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি অপরিমিত আহার করে তাহাকে ঔদরিক কহে; আর যে ব্যক্তি উত্তম উত্তম বস্তু আহার করিতে ভাল বাসে তাহাকে ভোজনবিলাসী বলে। প্রতিদিন পরিমিত আহার করা কর্ত্তব্য এবং সেই আহার প্রীত ও প্রসন্ন মনে করা উচিত। কিন্তু আহার বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা, এবং আহার প্রস্তুত করিবার বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করা, অথবা আহারকে পরম সুখসাধন বোধ করা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নির্ল-জ্জের কর্ম্ম। অতিভোজন যেরূপ হেয়, প্রায় কোন পাপই সেরূপ নহে। যে ব্যক্তি সেই হেয় বিষয়ে সাতিশয় অনুরক্ত, জনসমাজে তাহার হেয় ও অবজ্ঞেয় হওয়া ন্যায়ানুগত ও বিচারসিদ্ধ।

অতিভোজন যেরূপ দূষ্য ও নিষিদ্ধ, সুরাপান তদপেক্ষা অধিক দূষ্য ও অধিক নিষিদ্ধ। সুরাপানে রত হইলে কত অপকার, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সুরাপান অশেষ দোষের আকর। যে ব্যক্তি অধিক কাল সুরাপান করে তাহার শরীর চিরকালের নিমিত্ত দুর্ব্বল, অসুস্থ ও রুগ্ন হয়। অধিক সুরাপান করিলে মত্ত হয়; মত্ত হইলে বুদ্ধি বিচলিত হয়; বুদ্ধি বিচলিত হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। সহসা বিবাদ ও কলহ করে; অনেক গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; আব-শ্যক হইলে হত্যাতেও পরাঙ্মুখ নহে। আর যদি অল্প পরিমাণেও পান করে, তাহা হইলেও পাগলের

মত কত বকে, এবং সেই অবস্থায় যে সকল কথা বলে, পরিশেষে তাহার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে হয়।

সুরার বিশেষ দোষ এই যে পান করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস জন্মিয়া যায়। অভ্যাস জন্মিলে আর উহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ অধিক পান করিয়াও পানদোষে লিপ্ত হয় না; অর্থাৎ পাগলের মত বকে না এবং কোন অত্যাচার করে না। কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ সুরা সেবনের সমুদায় ফল ভোগ করিতে হয়। তাহারা চিরকাল বুদ্ধিস্থ ও সুস্থশরীর থাকিবেক না, অবশ্যই তাহাদিগকে পরিণামে অসুস্থ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতে হইবেক। সুরাপানে রত হইলে লোকে মাতাল বলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। মাতালকে কেহ কখন বিশ্বাস করে না। সে চিরকালের নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; সুতরাং তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। অতএব সুরাপান বিষয়ে প্রবৃত্তি করা কদাপি বিধেয় নহে। সুরাকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া সদা সাবধান থাকা উচিত।

লুই কর্ণারো।

ইটালি দেশে বিনিস্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় লুই কর্ণারো নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত নিতান্ত উদর পরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিন অপরিমিত ভোজন ও সুরাপান করিতেন; এই নিমিত্ত তাঁহাকে শূল, বাত, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ ভোগ করিতে হইত। এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ছিল না। পরিশেষে চিকিৎসকদিগের উপদেশানুসারে তিনি পরিমিত আহারে রত হইলেন এবং সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে এই লাভ হইল যে এক বৎসরের মধ্যেই সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি আর অতি ভোজনে বা সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই এবং তাহাতেই অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন, এক দিবসের নিমিত্তেও রোগ ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু যদি তিনি পূর্ব্ববৎ অতিভোজনে ও সুরাপানে আসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ দীর্ঘজীবী হইতেন না, যে কয়েক দিন বাঁচিতেন, কেবল রোগ ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই।

সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কোন স্থান হইতে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাঁহার এক বাহু ও এক পদ ভগ্ন হইয়া যায়। তত অধিক বয়সে অন্য কোন ব্যক্তিকে

ঈদৃশ আঘাত লাগিলে আরাম হওয়া অতি কঠিন হইয়া উঠিত, হয় ত তদ্দ্বারা তাহার প্রাণবিয়োগই হইত। কিন্তু কর্ণারোর শরীর আহারনিয়মগুণে তৎকালপর্য্যন্ত বিলক্ষণ পটু থাকাতে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পরিমিতাহারের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনি তিরাশি বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত এমত সুস্থ ও সবল ছিলেন যে পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেন না এবং ভূমি হইতে অনায়াসে অশ্বে আরোহণ করিতে পারিতেন। এবং তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি এমত অব্যাহত ছিল, যে তিনি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, এক দিনের নিমিত্তেও তাঁহার শরীরের ও মনের কোন অসুখ ছিল না। পরিশেষে অষ্টনবতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শরীর সুস্থ থাকিলে বিদ্যা লাভ, ধনোপার্জ্জন, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রভৃতি সকলই সম্পন্ন হইতে পারে। যাহার শরীর সদা অসুস্থ তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য আর কেহ নাই। সে এক প্রকার জীবন্মৃত; তাহার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র।

জগদীশ্বর এরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল অত্যাচার করিলে শরীর হীনবীর্য্য ও ভগ্ন হইয়া যায় তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেই আমরা যাবজ্জীবন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারি। আর যদি আমরা নিতান্ত বিচেতন হইয়া শরীরকে অব্যাহত রাখিতে যত্ন না পাই, তাহা হইলে আমরা কোন ক্রমেই সুস্থ থাকিতে পারিব না। তথাহি, যদি আমরা নিয়ত অতি ভোজন করি, অথবা এমত বস্তু আহার করি, যে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই, তাহা হইলে আমাদিগের পাকস্থলী অজীর্ণ দোষে দূষিত হয়। অতিশয় ভাবনা ও চিন্তা দ্বারা শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও জীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা রোগ জন্মে এবং সেই রোগ প্রবল ও অচিকিৎস্য হইয়া উঠিলেই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি শরীরের বল ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অবহেলা করে তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তাহার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবেক।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলা আবশ্যক তাহা এই; যে স্থানে বাস করা যায় তাহা শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। বাসগৃহ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। সেই গৃহে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা আবশ্যক। সমুদায় শরীর সর্ব্বদা পরি-

ষ্কার রাখা আবশ্যক। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন করা আবশ্যক। সর্ব্বদা ঠিক্ একরূপ বস্তু অথবা এক বারেই নানা প্রকার বস্তু ভোজন করা অবিধেয়। সুরাপান অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা বায়ুসেবন করা আবশ্যক। যাহাতে শরীরের ও মনের চালনা হয়, প্রত্যহ আট দশ ঘণ্টা এমত কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। এরূপ পরিশ্রমের পর অবকাশ কালে কিছু কিছু নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করা আবশ্যক। এক মুহূর্ত্তও আর্দ্র বস্ত্রে থাকা উচিত নহে। প্রতি রাত্রিতে ছয় ঘণ্টার ন্যূন আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য। মনে অতিশয় চিন্তা ও উৎকণ্ঠা উদয় হইতে না দেওয়া উচিত। শোক তাপের বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে নিতান্ত অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। যদি সকল লোক এই সমস্ত নিয়ম অনুসারে চলে, তাহা হইলে কালক্রমে পৃথিবীতে রোগের আর এত প্রাদুর্ভাব থাকে না, এবং মনুষ্যের এরূপ সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইতে পারে, যে এক্ষণে আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না।

স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগী এক যুবা পুরুষ।

কোন যুবা ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মে নূতন প্রবৃত্ত হইয়া কিছু দিন কর্ম্ম করিতেছেন ইতি মধ্যে এক দিবস সায়ংকালে নাট্যশালা হইতে আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার সর্দ্দি বোধ হইল। যদি তিনি পর দিবস কর্ম্মস্থানে না গিয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার পীড়া শান্তি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি প্রতি দিন কর্ম্মস্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ না করিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিত, এই নিমিত্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে থাকিতে পারিলেন না; যথাকালে কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু সায়ংকালে পীড়ার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। স্বাভাবিক অত্যন্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায় বশতঃ তিনি প্রত্যহই যথানিয়মে কর্ম্মস্থানে যাইতে লাগিলেন এক দিনের নিমিত্তও বিরত হইলেন না। পরিশেষে এই ঘটিয়া উঠিল যে, তাঁহার গলা ফুলিল; কিন্তু তাদৃশ বেদনা ছিল না; সুতরাং তদ্দ্বারা যে কোন বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে ইহা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি যে ইহাতেই ক্ষান্ত রহিলেন এমত নহে; কার্য্য বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে এক দিবস রজনীতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে অত্যন্ত হিম ও শীতল বাতাস লাগাতে

তাহার স্বরবদ্ধ হইয়া বাক্‌রোধ হইল, তথাপি তিনি কর্ম্ম করিতে বিরত হইলেন না। এইরূপে উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে এক জন চিকিৎসক তাঁহার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ পীড়িত দেখিয়া এবং পূর্ব্বাপর সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি আপনি আপনার বিনাশের হেতু হইতেছ; অবিলম্বে গৃহে গমন কর, এবং যিনি তোমার চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহাকে আনাইয়া বিশেষ চেষ্টা কর। ইহা শুনিয়া তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। অশেষ প্রকার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নিঃশ্বাসের পথ ও গলার নলিতে এমত ক্ষত হইয়াছিল যে, কোন ক্রমেই আরাম হইয়া উঠিল না। এইরূপে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই যুবা ব্যক্তি পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, ও সর্ব্বপ্রকারে সুশীল ছিলেন; কেবল পীড়া বিষয়ে কিছু সতর্ক ও সাবধান হইলেই দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ সৌভাগ্যে কালযাপন করিতে পারিতেন।

সন্তোষ।

সন্তোষ দুই প্রকার, উচিত ও অনুচিত। আমাদিগের এমত অবস্থা ঘটিতে পারে যে অন্ন, বস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে পারি। জগদীশ্বর আমাদিগকে এরূপ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়াছেন যে আমরা ঐ সকল ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ। অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কোন ক্রমেই অবিবেচনার কর্ম্ম নহে; এমত স্থলে সন্তুষ্ট থাকাই অনুচিত। এরূপ ঘটাও অসম্ভব নহে যে আমরা এমত অবস্থায় অবস্থিত আছি যে বাস্তবিক অনিষ্ট ঘটিতেছে। যদি আমরা অপরিষ্কৃত ও অপরিশুষ্ক গৃহে বাস করি, তাহা হইলে আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাও অনুচিত। যদি মনুষ্য মাত্রই পৃথিবীর প্রারম্ভকালাবধি স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, এবং স্বল্পায়াস প্রতিবিধেয় অনিষ্টাপাত সমূহ সহ্য করিয়া আসিত, তাহা হইলে নরলোকের এরূপ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না হইয়া অদ্যাপি অসভ্য অবস্থাই থাকিত।

আমাদিগের যেরূপ উপায় ও ক্ষমতা আছে, তাহাতে যত দূর ভাল অবস্থা হইতে পারে তাহাতেই সুখী হওয়া, এবং আয়াস ও যত্ন করিয়াও যে সকল অনিষ্ট ঘটনার প্রতিবিধান করিতে পারা যায় না তাহাতে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা, এই উভয়কে যথার্থ

সন্তোষ বলা যায়। এইরূপ সন্তোষকেই সকল লোকে প্রশংসা করে, এবং সাধু ব্যক্তিমাত্রই এইরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে তৎপর হয়েন।

যে ব্যক্তি স্বীয় সাধ্যানুরূপ ইষ্টলাভে সন্তুষ্ট না হয়, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষেরা কোন কালেই সুখী হইতে পারে না; কারণ তাহারা সন্তুষ্ট নহে; এক বস্তু হস্তগত হইলে তাহারা অন্য বস্তুর অভিলাষ করে; যত মর্য্যাদা লাভ করুক না কেন, তাহারা আরও চাহে। প্রধান পদে অধিরূঢ় ও ঐশ্বর্য্যশালী হইলে পদে পদে বিপদ্ ও সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠা ও অসুখ। যে ব্যক্তি স্বল্প লাভেই সন্তুষ্ট, সে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করে; অতএব সন্তুষ্ট চিত্ত হওয়া সুখের বিষয়, কিন্তু সন্তুষ্টস্বভাব হইয়া কষ্ট পাওয়া উচিত নহে।

সন্তোষ অমূল্য রত্ন। যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র বাসনা বিসর্জ্জনরূপ মূল্য দিয়া এই অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে, সেই জ্ঞানী, সুখী ও চতুর বণিক্।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট।

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ১৭৬৯ খৃঃঅব্দে ১৫ই আগষ্ট কর্শিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি সামান্য লোক ছিলেন। প্রথমতঃ সেনা সম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন; কিন্তু স্বভা-

বতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমেক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতাপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট্ করিল। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না; সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট্ পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপন করিবেন। তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন, এবং একে একে প্রায় সমস্ত রাজাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ি নহে। অতঃপর নেপোলিয়ন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইলেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। যিনি অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষ দশায় কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হই-

তেন, তাহা হইলে যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

মিতব্যয়িতা।

আমরা পরিশ্রম দ্বারা অর্থ কেবল উপার্জ্জনই করিব এমত নহে; উপার্জ্জিত অর্থ সাবধান হইয়া সুবিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাও কর্ত্তব্য। যদি আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করি, এবং তৎক্ষণাৎ সমুদায় ব্যয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে, আলস্যে কাল হরণ না করিয়া কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় যে লাভ ও উপকার তদ্ভিন্ন আর কোন লাভ ও উপকার নাই। যদি আমরা পরিশ্রম বিমুখ হইয়া অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ উপার্জ্জন অতি অল্প করি, কিন্তু অকাতরে ব্যয় করিতে থাকি, তাহা হইলে আরও মন্দ। এরূপ করিলে ত্বরায় আমরা রিক্তহস্ত ও নিরুপায় হইব, ঋণগ্রস্ত হইব, এবং পরিশেষে বিষম দুঃখে পড়িব। অতএব আয় অনুসারে ব্যয় করাই উচিত কল্প। যাহা অর্জ্জন করিব সমুদায়ই ব্যয় করা কদাপি বিধেয় নহে। আমরা রোগ অথবা বার্দ্ধক্য কিম্বা অন্য কোন ঘটনা প্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাভাবে

ক্লেশ পাইতে পারি, এজন্য সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা অতি আবশ্যক। যে যত অল্প উপার্জ্জন করুক না কেন, যদি কোন মতে কিছু বাঁচাইতে পারে, তাহা তাহার ক্লেশের সময় বিশেষ উপকারে আইসে।

আমরা যত বড় ধনাঢ্য হই না কেন, সাবধান হইয়া উপযুক্ত বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে সকল আমোদে অসাধুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তদুপলক্ষে অর্থ ব্যয় করা জলে ফেলিয়া দেওয়ার তুল্য; ফলতঃ এরূপ অপব্যয় করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করা পণ্ড শ্রম মাত্র। সেই পরিশ্রম ও সেই অর্থ না আমাদেরই উপকারে আইসে, না জগতেরই উপকারে আইসে। আমরা যে কিছু অর্থ বা বস্তু বাঁচাইতে পারি, তাহা অপব্যয় করা অপেক্ষা দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে দেওয়া কত প্রশংসনীয়!

প্রধান প্রধান লোকের মিতব্যয়িতা।

এই ভূমণ্ডলে কেহ কেহ অত্যন্ত উচ্চপদারূঢ় হইয়াও অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। মহাবীর আলেক্জাণ্ডর মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর হইয়া ও স্বীয় সামান্য সেনাপতিদিগের ন্যায় অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। অগষ্টস্ প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হই-

য়াও পরিচ্ছদ পরিপাটীর নিমিত্ত কিছু মাত্র ব্যয় করিতেন না; যে শয্যায় শয়ন করিতেন তাহার মূল্য সামান্য লোকের শয্যার অপেক্ষা অধিক ছিল না। জর্ম্মনির সম্রাট্ রডল্ফ এমত সামান্য রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন যে এক দিবস তিনি বহ্নিসেবনার্থ এক রুটিওয়ালার দোকানে প্রবেশ করাতে তাহার স্ত্রী তাদৃশ পরিচ্ছদ দর্শনে অতি তুচ্ছ লোক জ্ঞান করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন বিপণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। জর্ম্মনির ও স্পেনের অধীশ্বর পঞ্চম চারল্স এবং ফ্রান্সের অধিপতি একাদশ লুই ইহাঁরাও অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন।

পৃথিবীর প্রারম্ভ অবধি যখন যত রাজা হইয়া গিয়াছেন, ইহাঁরা প্রায় তাঁহাদিগের কাহা অপেক্ষাও আধিপত্য, সম্পত্তি ও প্রতাপে ন্যূন ছিলেন না। ইহাঁরাও পরিচ্ছদের নিমিত্ত অধিক ব্যয় করা অপব্যয় জ্ঞান করিতেন। ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ পরিপাটী বিষয়ে এরূপ অযত্ন ও অনাদর দেখিয়া অনেকেই মনে করিতে পারে ইহাঁরা অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ও কৃপণ ছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাঁরা অনাবশ্যক বলিয়া তাদৃশ ব্যয়ে সম্মত ছিলেন না; নতুবা আবশ্যক ও উচিত বিষয়ে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দয়া।

সংসারে এত আপদ বিপদ আছে যে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইলেও সেই সমস্ত অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। আমরা রোগে অভিভূত ও আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারি। আমাদিগের উত্তম উত্তম কল্পনা সকল ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। আমাদিগের দারিদ্র্য দশা ও নিতান্ত অপ্রতুল ঘটিতে পারে। যখন কেহ এই সকল বিপদে পড়ে তখন সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করা অতি উচিত কর্ম্ম। যে ব্যক্তিকে সাহায্য করা যায় সে উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয় এবং যে সাহায্য করে সে ব্যক্তি ও আন্তরিক অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে। অন্যের দুঃখ দূর করিতে পারা পরম সুখের বিষয়।

স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে। কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল; কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বোধ; কতক গুলি লোকের প্রায় কখন কোন বিষয়েই ভ্রান্তি জন্মে না, কতকগুলির প্রায় সকল বিষয়েই সর্ব্বদা ভ্রান্তি জন্মে; কেহ যথেষ্ট পৈতৃক বিষয় পায়, কেহ কিছুই পায় না; কোন কোন ব্যক্তিকে তাহাদিগের পিতা মাতা উত্তম রূপ বিদ্যা শিখাইয়া যান, কোন কোন ব্যক্তি মূর্খ হইয়া থাকে। সুতরাং স্ব স্ব প্রধান হইয়া অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে; অতএব পরস্পর আনু-

কূল্য বিধানে সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বল-বান্ ব্যক্তির দুর্ব্বলের সাহায্য করা উচিত; সাধুদিগের অসাধুর চরিত্র সংশোধন করা উচিত; ধনবানের দরিদ্রের আনুকূল্য করা উচিত; পণ্ডিতের মূর্খকে জ্ঞান দান করা উচিত। এই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে অনায়াসে প্রবৃত্তি জন্মিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান গুণ। যাহার শরীরে দয়া নাই সে পশুর সমান।

দয়ালু হইলেই দাতা হয়। দয়ালু ব্যক্তি স্বধন দান দ্বারা দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতির দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হয়। যদিও দান অতি সৎকর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে বিবেচনা পূর্ব্বক চলা উচিত। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে আপন ক্লেশ নিবারণে সমর্থ, কিন্তু অনায়াসে অন্যের আনুকূল্য পায় বলিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, প্রাণান্তেও পরিশ্রম করিতে চাহে না; অথবা যে ব্যক্তি অন্যের দত্ত অর্থ লইয়া অসৎ কর্ম্মে নিয়োজিত করে, তাহাকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমরা যে ব্যক্তিকে যাহা দান করিব, তদ্দ্বারা তাহার বাস্তবিক ক্লেশ নিবারণ ও যথার্থ উপকার হইবেক ইহা বুঝিয়াই দান করা উচিত। আর ইহাও বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে যাহা দান করিব তাহা অনায়াসে বাঁচাইতে পারা যায়। যদি ঋণ থাকে, অগ্রে তাহা পরিশোধ

না করিয়া দান করা অতি অন্যায় কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া অথবা ঋণ করিয়া দান করে, তাহার স্বধন দান করা হয় না; এরূপ ব্যক্তিকে দাতা না বলিয়া পরস্বাপহারী দস্যু বলা উচিত।

জন্ হাউয়ার্ড।

ইংলণ্ড দেশীয় জন্ হাউয়ার্ড ধনবান্ ও পরম দয়ালু ছিলেন। তিনি মানব জাতির দুঃখ মোচনার্থে যে অশেষ আয়াস ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি যুবা বয়সে জলপথে পোর্টুগালের রাজধানী লিস্বন্ নগর যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ফরাসিরা তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া ব্রেষ্ট নগরের এক অতি কুৎসিত ক্লেশদায়ক কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখে। তথায় তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরদিগকে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া ও ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া অতি কষ্টে কতিপয় রজনী অতিবাহন করিতে হইয়াছিল।

তিনি কারারুদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে যে অসহ্য ক্লেশ পাইতে দেখিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকেও যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল তৎ সমুদায় তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। তদনুসারে তিনি কারাগারের দুঃখ দূর করণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইউরোপের যে রাজ্যে যত কারাগার ছিল

স্বয়ং তত্তৎ স্থানে গমন পূর্ব্বক সেই সেই কারাগারের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যৎপরোনাস্তি যত্ন ও উদ্যোগ করিয়া দুর্ব্বিষহ কারাবাস ক্লেশের অনেক অংশে নিরাকরণ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কত পরিশ্রম, কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে এই ব্যাপার উপলক্ষে তিনি একবিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যটন করেন। পরের ক্লেশ নিবারণার্থ এত দূর পর্য্যন্ত করা সামান্য দয়ার কর্ম্ম নহে।

যৎকালে হাউয়ার্ড কার্ডিংটন্ নামক স্থানে অবস্থিতি করেন তখন তিনি সাধ্যানুসারে তত্রত্য সমস্ত লোকের সুখ সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কতক গুলি দীন, দরিদ্র, অনাথ ব্যক্তিকে বাস করিতে দেন; এবং তাহারা যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে স্বব্যয়ে স্থানে স্থানে অবেতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া দেন। স্বয়ং পরিমিত ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় সমুদায় আয় দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে দান করিতেন; কাহারও পীড়া শুনিলে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, এবং কায়িক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় দ্বারা তাহাকে রোগ মুক্ত ও সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন।

হাউয়ার্ড লোকের ক্লেশ ও বিপদ্ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। এক স্ত্রীলোক অতি বিষম সংক্রামক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে হাউয়ার্ডকে অনাথের নাথ জানিয়া তাঁহার নিকট আপন পীড়ার সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। সংক্রামক রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সহবাসে ঐ রোগ জন্মিবার ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এই দয়াসাগর মহাপুরুষ তাহা একবারও মনে না করিয়া তাহার রোগ শান্তির উপায় করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহার আলয়ে গমন করিলেন; এবং অবিলম্বে সেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন।

সর্ ফিলিপ্ সিড্নি।

এই ব্যক্তি অতি সাহসী যোদ্ধা, কবি, এবং স্বসমকালীন সকল লোক অপেক্ষা সভ্য ছিলেন। তিনি এক যুদ্ধে আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলেন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিমাত্রেরই অত্যন্ত পিপাসা হয়। কিন্তু তাদৃশ সময়ে অনায়াসে জল পাওয়া যায় না। সর্ ফিলিপের পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অত্যল্প মাত্র জল আনীত হইল। ঐ সময়ে এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষও আহত হইয়া শিবিরে আনীত হয়। সেও পিপাসায় অতিশয় আকুল হইয়াছিল। সর্

ফিলিপ্ জল পান করিবার উদ্যম করিতেছেন এমত সময়ে সেই সৈনিক পুরুষ সতৃষ্ণ নয়নে ফিলিপের হস্তস্থিত বারিপাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাত্মা সিড্নি স্বয়ং সেই জল পানে বিরত হইলেন, এবং আমার অপেক্ষা তোমার তৃষ্ণা অধিক, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বারিপাত্র পানার্থে সেই সৈনিক পুরুষের হস্তে দিলেন।

সর্ ফিলিপ্ সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স্ তেত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয় তিনি এমত কোন বিশেষ কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে এই মুমূর্ষু সৈনিক পুরুষের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন; তদ্দ্বারাই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বজন প্রশংসনীয় হইয়া আসিতেছেন; এবং অনুমান হয়, যাবৎ ভূমণ্ডলে সৎকর্ম্মের আদর ও গৌরব থাকিবে, তাবৎ কেহ কখন তাঁহার নাম বিস্মৃত হইবে না।

টাইটস্।

রোম রাজ্যের সম্রাট্ টাইটস্ অতিশয় দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। প্রজাদিগের উপকার বিধান ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন গুরুতর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এক দিন সায়ংকালে তাঁহার মনে হইল, সে দিবস কাহারও কোন উপকার করা হয় নাই।

তখন তিনি পারিষদদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুগণ, আমি এক দিবস বৃথা নষ্ট করিয়াছি।

ক্রোধসম্বরণ—ক্ষমা।

জগদীশ্বর আমাদিগের এরূপ মনের গতি দিয়াছেন যে, কোন অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইয়া থাকে; এবং কোন প্রীতিজনক ব্যাপার দর্শন করিলে দয়া ও করুণার উদয় হয়। তথাহি, যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পথে চলিতে অথবা কোন সংকর্ম্ম করিতে দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রীত ও প্রসন্ন হয়; কিন্তু তদ্বিপরীত দর্শন করিলে অসন্তোষ জন্মে ও ক্রোধপরবশ হইতে হয়। ক্রোধের বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। জগদীশ্বর অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের উপায় স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে পূজ্য ও আদরণীয় জ্ঞান করি, তাহাদিগের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার ও অনাদর করিতে দেখিলেও যদি আমাদের অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় না হইত, তাহা হইলে আমরা অতি অসার ও অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতাম।

যদি ও সময় বিশেষে ক্রোধ করা দূষ্য নহে বটে, কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া হঠাৎ কোন অবিবেচনার কর্ম্ম করা ও বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ক্রোধের হেতু অতীত হইলেই ক্রোধকে অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত করা উচিত। ক্রোধ জন্মিলে ক্রোধ পুষিয়া রাখা অতি অসৎ কর্ম্ম। যাহার যে রূপ স্বভাব, ক্রোধ হইলে সে তদনুরূপ কর্ম্ম করে। অসভ্য ইতর লোক ক্রুদ্ধ হইলে তর্জ্জন গর্জ্জন, কটূবাক্য প্রয়োগ ও প্রহার করে। ভদ্র-লোকেরা সে রূপ না করিয়া মিষ্ট ভৎর্সনা করেন। ক্রোধ প্রকাশের এই উভয় প্রকার রীতিই গর্হিত। তর্জ্জন গর্জ্জন, কটূবাক্য প্রয়োগ, প্রহার ও ভৎর্স-নাতে লাভ কিছুই নাই; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া বরং অপরাধকারির দোষ সংশোধন হইতে পারে, অবিচলিত চিত্তে ও সারবৎ বাক্যে সেই রূপে আপন মনের ভাব প্রকাশ করাই ক্রোধ প্রকাশের যথার্থ পথ।

যদি সুখী হইতে অভিলাষ থাকে, ক্রোধবশ ও বৈরসাধনে তৎপর না হইয়া, ধীর ও ক্ষমাবান্ হওয়া আবশ্যক। সংসার যে রূপ স্থান, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই আমাদিগের নানা অপ্রিয় বিষয় ঘটি-তেছে। যদি আমরা প্রত্যেক বিষয়েই বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হই, তাহা হইলে আমরা নিজে ব্যস্ত-

বিক অত্যন্ত অসুখী হইব, এবং অন্যান্য লোকে-রও অসুখের কারণ হইয়া উঠিব।

ক্ষমা অতি প্রধান গুণ। যাহার ক্ষমাগুণ আছে, সে অতি সৎস্বভাব সন্দেহ নাই। সকল লোকেরই অপরাধী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ক্ষমা প্রদর্শন করিলে অরিও মিত্র হইয়া উঠে। আমাদিগকে ক্ষমাশীল দেখিলে অন্যান্য লোকেরাও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেক; এবং তাহা হইলেই ভূমণ্ডলে দয়া ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চা-রিত হইবেক।

সক্রেটিস্।

গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিত সক্রেটিসের স্বাভাবিক অত্যন্ত ক্রোধ ছিল; কিন্তু তিনি অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা ক্রোধকে এক বারেই বশীভূত করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি আপন বান্ধবদিগকে কহিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার ক্রোধের উপক্রম দেখিলেই তোমরা আমাকে কহিবে। ক্রোধের সময় তাহারা ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধের সম্বরণ করিতেন। এক বার তিনি কোন দাসের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিয়াছিলেন, যদি আমার রাগ না হইত, তাহা হইলে তোমাকে প্রহার করিতাম। একদা কোন

ব্যক্তি তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করায়ে, তিনি হাস্যমুখে এই মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত রহিলেন, কোন সময়ে যুদ্ধ বেশ ধারণ করিতে হয়, তাহা না জানা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এক দিবস সক্রেটিস্ পথিমধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিনমস্কার, সম্ভাষণ প্রভৃতি কিছুই করিল না। তদ্দর্শনে তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে কহিল, এ ব্যক্তির অসভ্যতা দেখিয়া আমাদিগের এমত ক্রোধ জন্মিয়াছে যে তাহাকে ইহার প্রতিফল দিতে বিলক্ষণ ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সক্রেটিস্ অতি প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন, যদি তোমাদের অপেক্ষা কাহারও শরীর অপকৃষ্ট দেখিতে পাও, তাহা হইলে কি সেই কারণে তাহার উপর রাগ করিবে; যদি তাহা না কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা যাহার মন অপকৃষ্ট, তাহাকে দেখিয়া রাগ করিবার কি বিশেষ হেতু উপস্থিত হইতে পারে।

সক্রেটিসের আপন গৃহেতেই যে সমস্ত গুরুতর অসন্তোষ জনক ব্যাপার উপস্থিত হইত, সেই সমুদায় তিনি যে অবিরক্ত চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার বনিতা জাণ্টিপির কন্দলানুরাগ, অকারণে ক্রোধাবেশ ও উগ্রস্বভাবতা দ্বারা তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ বিলক্ষণ পরীক্ষিত

হইয়াছিল। এই স্ত্রীর তুল্য ক্রোধপরবশ ও কদর্য্য স্বভাব আর দ্বিতীয়া নারী কখন কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। যত প্রকার কটূক্তি ও কুব্যবহার ঘটিতে পারে, তৎসমুদায় তিনি পতির প্রতি প্রয়োগ করিতেন। একদা তিনি পতির উপর এমত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, রাজপথে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমস্ত গাত্রবস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কয়েকটি বন্ধু কহিলেন, এরূপ আচরণ অসহ্য; অতএব এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করা উচিত। তাহাতে সক্রেটিস্ কহিলেন, হাঁ, ইহা বাস্তবিক উত্তম আমোদ ও কৌতুক বটে; আমরা স্ত্রীপুরুষে লাঠালাঠি করি, তোমরাও আমাদিগের উত্তেজনা করিতে থাক; কেহ কহিবে, বেস্ সক্রেটিস্; কেহ বলিবে, বাহবা জান্টিপি।

সময়ান্তরে জান্টিপি ক্রোধভরে পতিকে যাহা ইচ্ছা তিরস্কার ও ভৎর্সনা করাতে, সক্রেটিস্ একটিও কথা না কহিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বার দেশে উপবিষ্ট হইলেন। সক্রেটিসের এইরূপ উপেক্ষা দেখিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহের উপরি ভাগে গমন করিয়া তথা হইতে এক কলশী ময়লা জল স্বামির মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেটিস্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া এই মাত্র কহিলেন, এত গর্জ্জনের পর বৃষ্টি হইবেক সন্দেহ কি।

এবরেট্।

জেনিবা নগরে এবরেট্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন ক্রোধান্বিত হয়েন নাই। এক দাসী ত্রিশ বৎসর তাঁহার বাটীতে ছিল; সে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের নিমিত্তও তাঁহাকে কুপিত হইতে দেখে নাই। এবরেট্কে কোন মতে রাগাইতে পারা যায় কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কতক গুলি লোক পরামর্শ করিয়া ঐ দাসীকে কহিল, যদি তুমি কোন রূপে ইহাঁকে রাগাইতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে সম্মতা হইল। এবরেট্ উত্তম শয্যা না হইলে শয়ন করিতে পারিতেন না; সুতরাং শয্যা বিষয়ে অযত্ন করিলে তিনি অবশ্যই কুপিত হইবেন এই ভাবিয়া দাসী এক দিবস রীতিমত শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিল না। পর দিন প্রভাতে এবরেট্ দাসীকে শয্যার বিষয় জ্ঞাত করিলেন। সে কহিল, আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরে সে দিবস সায়ংকালেও শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিল না। এবরেট্ পর দিন প্রভাতে পুনরায় দাসীকে এই বিষয় জানাইলে, সে কিঞ্চিৎ অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক, শয্যা প্রস্তুত করিয়া না রাখিবার অতি সামান্য হেতু প্রদর্শন করিল। অনন্তর তৃতীয় দিবসেও সে পুনর্ব্বার ঐ প্রকার করাতে এবরেট্ তাহাকে বলিলেন, তুমি অদ্যাপি আমার শয্যা প্রস্তুত

করিলে না, বোধ করি শয্যা প্রস্তুত করিতে তোমার অতিশয় ক্লেশ হয় এই জন্য পার না ; যাহা হউক অতঃপর আর উহা প্রতিদিন প্রস্তুত করিবার আবশ্যক নাই ; আমি এইরূপ শয্যায় শয়ন করিতেই অভ্যাস করিতেছি। দাসী শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, তাঁহাকে রাগান অসম্ভব বুঝিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

সহিষ্ণুতার উত্তম দৃষ্টান্ত।

একদা চীনদেশের সম্রাট্ ভ্রমণ করিতে করিতে এক গৃহস্থের ভবনে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন গৃহস্থ আপন কলত্রগণ, কতকগুলি পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র ও দাস দাসী লইয়া একত্র নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিতেছেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উপায়ে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লোক একত্র শান্ত রাখিয়াছ। গৃহস্থ বাচনিক কোন উত্তর না দিয়া কেবল এই তিনটি কথা লিখিয়া সম্রাটের সম্মুখে ধরিলেন, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।

সুশীলতা।

কর্কশ, গর্ব্বিত ও উদ্ধত হওয়া অপেক্ষা, সুশীল ও শিষ্ট হইলে অনেক স্থলেই আদরণীয় ও অভিলষিত অর্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই যে, বল প্রকাশ অথবা ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কাহাকে কোন কর্ম্ম করাইতে চেষ্টা করিলে সে নিঃসন্দেহ তাহাতে একান্ত অসম্মত হয়, এবং এইরূপ আদেশে আপনাকে অপমানিত বোধ করে; সুতরাং তদনুযায়ি কার্য্য সম্পাদনে কোন ক্রমেই তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না। আর যদি অগত্যা সম্মতই হইতে হয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইবেক সন্দেহ নাই, এবং সে ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম এমত অসুন্দর রূপে করিবেক যে, আদেশকর্ত্তা তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিরক্তই হইবেক। কিন্তু যদি আমরা সুশীলতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কাহাকে কোন কার্য্যে নিযোজিত করি, তাহা হইলে সে প্রসন্ন মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেক সন্দেহ নাই।

আল্‌ফন্সো।

ইদানীন্তন যাবতীয় রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে আল্‌ফন্সো এক জন অতি ভাগ্যবান্। নম্রপ্রকৃতি ও দয়ালু স্বভাবই তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ। যখন তিনি

কেবল আরাগনের রাজা ছিলেন, তখন প্রজাদিগের অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; রক্ষক বা কোন প্রকার আস্‌বাব সঙ্গে না লইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এরূপ অসহায় হইয়া ভ্রমণ করিলে বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, পুত্রের নিকট পিতার কোন ভয়ের বিষয় নাই। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি প্রজাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, তাহারা কখনই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেক না।

একদা একখানি জাহাজ কতকগুলি লোক ও সৈন্য সহিত জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তিনি এক ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ পূর্ব্বক ইহা কহিয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে গমন করিলেন যে, আমি সম্মুখে থাকিয়া উহাদিগের বিপদ্ দেখিতে পারিব না, বরং উহাদিগের সহিত প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আপন অপকারকারিদিগকে ক্ষমা করিতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশয়ে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম ও অভিপ্রায় সম্বলিত একখানি পত্র তাঁহার হস্তে পতিত হওয়াতে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, সজ্জনেরা

ন্যায়পরতা ও দুর্জ্জনেরা দয়া প্রকাশ দ্বারা বশীভূত হয়।

নেপল্‌স ও সিসিলির পূর্ব্বস্বামী আল্‌ফন্সোকে আপন রাজ্যাধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিই উক্ত উভয় রাজ্যের যথার্থ অধিকারী; তথাপি তাঁহাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বির সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে তাঁহার দয়া তাঁহার বাহুবলের সমতুল্য ফলোপধায়িকা হইয়াছিল। কেবল একটি দয়ার কার্য্য দ্বারা তিনি উৎকৃষ্ট জিটানগর অধিকার করেন। প্রথমতঃ বিপক্ষেরা তাঁহাকে ঐ নগর সমর্পণ করে নাই; অনন্তর আহার সামগ্রীর অল্পতা প্রযুক্ত ইচ্ছামত ভোজনাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল। আহার সামগ্রী অধিক দিন থাকিবেক এই আশয়ে সৈন্যেরা নগর হইতে যাবতীয় স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ইচ্ছা হইলেই আল্‌ফন্সো পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ নগরে প্রবেশ করাইতে পারিতেন; তাহা করিলে অতি ত্বরায় বিপক্ষদিগকে নগর সমর্পণ করিতে হইত। তাঁহার সেনাপতিরাও এতদ্বিষয়ে অনেক উপরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা যে পুরবাসিদিগের কি দুরবস্থা ঘটিবেক তাহা চিন্তা করিতেই তাঁহার হৃদয় দয়াতে আর্দ্র হইল। তিনি কহিলেন, এক শত জিটা নগর লাভ অপেক্ষা এত লোকের প্রাণরক্ষা আমি অধিক লাভ বোধ করি। অনন্তর তিনি সেই সমস্ত স্ত্রী,

বালক, বৃদ্ধদিগকে আপন শিবিরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে দিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, প্রথমতঃ সকলেই তাঁহাকে উন্মত্ত স্থির করিয়াছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই বুঝিতে পারিল, উহাতে কেবল দয়া প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট বিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু পুরবাসিরা তাঁহার তাদৃশী দয়ালুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিল।

১৪৪২খৃঃ অব্দে আল্‌ফন্সো নির্ব্বিবাদে নেপল্‌সে আপন আধিপত্য স্থাপিত করিলেন। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর কাল তিনি ইটালির মধ্যে এক জন অতি প্রধান ও পরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পুরাবৃত্তে ইনি মহাত্মা আল্‌ফন্সো বলিয়া বিখ্যাত।

পরদ্রব্যবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

পরিশ্রম করিয়া যে যাহা লাভ করে অথবা অন্যের নিকট যাহা পায়, তাহা তাহারই বস্তু, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। যদি অন্য ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অথবা ছল করিয়া কিম্বা অজ্ঞাতসারে সেই বস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলে চৌর্য্যবৃত্তি করা হয়। বালকেরা পিতা

মাতার নিকট, পড়িবার নিমিত্ত পুস্তক পায়, লিখিবার নিমিত্ত কাগজ কলম পায়, এবং কোন কোন বিষয়ে ব্যয় করিবার নিমিত্ত কখন কখন টাকা পয়সাও পায়। বালকেরা এইরূপে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহাদেরই বস্তু। যদি কোন দুষ্ট বালক অন্য বালকের অনভিমতে তাহার পুস্তক, কাগজ, কলম, টাকা অথবা পয়সা গ্রহণ করে, তাহা হইলে চুরি করা হয়। সেই রূপ যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া ন্যায়পথে ধন উপার্জ্জন করে, আর অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ঐ ধন হরণ করে, তাহা হইলেও চুরি করা হয়।

চুরি করা অতি অসৎকর্ম্ম। দেখ, যে ব্যক্তি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিল, সে আপন পরিশ্রমের ধন ভোগ করিতে পাইল না; আর ঐ ধন উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত যাহাকে এক মুহূর্ত্তও পরিশ্রম করিতে হয় নাই, সে অনায়াসে সেই সমস্ত হস্তগত করিয়া ভোগ করিতে লাগিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে এত নিষেধ করিয়াছেন, এবং এই নিমিত্তই চোরেরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

কেহ কখন পরের দ্রব্য অপহরণ করিবেক না, ব্যক্তি মাত্রেরই এই নিয়ম প্রতিপালন করা অতি আবশ্যক। যদি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয়, অর্থাৎ সকলেই ইচ্ছা মতে পরের দ্রব্য হরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহা

হইলে পরিশ্রমের প্রথা এক বারেই রহিত হইয়া যায়। যেহেতু ব্যক্তিমাত্রেই এই আশয়ে পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন করে যে তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম লব্ধ ধনের অধিকারী থাকিবেক, অকণ্টকে তাহা ভোগ করিবেক, এবং কোন বিপদ্ অথবা কোন বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা অন্যায় রূপে আপন পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আর কি নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবেক, এবং অন্যান্য লোকই বা দেখিয়া শুনিয়া আর কি নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইবেক।

কিন্তু অতঃপর আর যদি কেহ পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে সংসার অল্প কালের মধ্যেই নিঃসন্দেহ অতি অসুখের স্থান হইয়া উঠিবেক। সকলেই পরিশ্রম বিমুখ হইলে, কেই বা কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক, কেই বা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেক, কেই বা বস্ত্র বয়ন করিবেক। ফলতঃ এরূপ হইলে অশন, বসন, বাসগৃহ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অভাব ও তন্নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া উঠিবেক। অতএব প্রাণান্তেও পরের দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে। এবিষয়ে এমত সাবধান হওয়া উচিত যে, একটি পরকীয় তৃণও স্বামির অনুমতি ব্যতিরেকে যেন গ্রহণ করা না হয়।

অনেকানেক বালকের এরূপ স্বভাব আছে যে, পরের দ্রব্য দেখিলেই তাহা লইবার নিমিত্ত নিতান্ত

ব্যগ্র হয়। অনেকে সুযোগ পাইলে বাস্তবিক চুরিও করিয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ দুশ্চরিত্র বালকের ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, অন্য বালক অথবা বালিকা তাহার কোন বস্তু চুরি করিলে সে কি মনে করিবেক। সে কি তাহাতে সুখী ও সন্তুষ্ট হইবেক, ও চোর বালককে সুশীল ও সচ্চরিত্র বলিবেক। কখনই না। সে অবশ্যই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবেক, অত্যন্ত ক্ষতি বোধ করিবেক, এবং চোরকে অতি দুশ্চরিত্র ও অধম বলিবেক। তদ্রূপ সে যাহার কোন দ্রব্য অপহরণ করিবেক, সে ব্যক্তিও যে সেই রূপ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবেক এবং তাহাকে চোর বলিয়া ঘৃণা করিবেক, সন্দেহ কি।

বাস্তবিক, চোর হওয়া অথবা চুরি করিতে ইচ্ছা করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। দেখ, ধরা পড়িলে চোরের কত নিগ্রহ। কখন কখন চোরকে দীর্ঘকাল অথবা যাবজ্জীবন কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হয়। কারাগারে ক্লেশের পরিসীমা নাই। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আহারের ক্লেশ, শয়নের ক্লেশ, মনের ক্লেশ। চোর, যৎকালে চুরি করিতে যায়, মনে করে কখনই ধরা পড়িবেক না। কিন্তু, কেমন ধর্ম্মের কর্ম্ম, প্রায় কোন চোরই ধরা না পড়িয়া এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহাকে ধরিবার এত উপায় ও পথ হয় যে, সে সকল তাহার স্বপ্নের অগোচর। চোর যে কেবল ইহ লোকেই

লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিয়া নিস্তার পায় এমত নহে; পরলোকেও তাহাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

যাহার ন্যায় অন্যায় বোধ না থাকে, সেই চোর হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পথে চলে, তাহাকে ন্যায়পর কহে। ন্যায়পর ব্যক্তির পরদ্রব্য হরণ করা অন্যায় বলিয়া বোধ থাকে এই নিমিত্ত প্রাণান্তেও পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ প্রবৃত্তি না করাকেই পরদ্রব্যবিষয়িণী ন্যায়পরতা কহে।

ন্যায়পরায়ণ দ্বারবান্।

যে বস্তুতে যাহার অধিকার আছে, অধিকারী স্বেচ্ছাক্রমে স্বত্ব ত্যাগ না করিলে সে বস্তু তাহারই থাকে। অতএব যদি কেহ কোন দ্রব্য হারাইয়া ফেলে, আর ঐ দ্রব্য আমাদিগের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বস্বামী উপস্থিত হইলেই তাহাকে উহা ফিরিয়া দেওয়া উচিত।

মিলান্ নগরে কোন বাটীর দ্বারবান্ ঘটনাক্রমে দ্বারদেশে বহুসংখ্যক মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা আত্মসাৎ করা মনেও না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় ঘোষণা করিয়া দিল। ধনস্বামী সংবাদ পাইবামাত্র দ্বারবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ ধনের অধিকারী প্রমাণ করিয়া স্বধন প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বারবানের এই অসাধারণ সাধুতা দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থে তিনি তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্বারবান্ কহিল, আমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্র করিয়াছি, পারিতোষিক কি নিমিত্তে লইব। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি এই জিদ্ করিতে লাগিলেন যে, তোমাকে অন্ততঃ বারটি টাকা লইতে হইবেক। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া পারিতোষিক লওয়া অবিধেয় এই বিবেচনায় দ্বারবান্ তাহাও লইতে অস্বীকার করাতে, তিনি সমস্ত মুদ্রা ভূতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যদি তুমি কিছুই না লও, আমিও লইব না, ইহা আমার ধন নহে। ধার্ম্মিক দ্বারবান্ ধনস্বামির সন্তোষার্থে অগত্যা বার টাকা গ্রহণ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই টাকা দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে বিতরণ করিল।

মোসেস্ রথ্চাইল্ড।

জর্ম্মনির রাজধানী ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে মোসেস্ রথ্-চাইল্ড নামক এক ইহুদি জাতীয় বণিক্ ছিলেন। তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ফরাসি সৈন্য জর্ম্মনি আক্রমণ করিলে, হেসি কাসলের রাজা আপন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফ্রাঙ্ক-

কোর্টের মধ্য দিয়া প্রস্থান সময়ে, পাছে সমস্ত সম্পত্তি শত্রু হস্তে পতিত হয় এই ভয়ে, তিনি রথ্ চাইল্ডের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, আমার বহু সংখ্যক টাকা ও কতকগুলি মহামূল্য রত্ন আছে, তোমাকে সেই সমুদায় রাখিতে হইবেক। রথ্চাইল্ড ঈদৃশ গুরুতর ভার গ্রহণে অসম্মত হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজাকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিশেষে সেই ভারগ্রহণে সম্মত হইয়া কহিলেন, আমি আপনকার সম্পত্তি রাখিতেছি, কিন্তু রীতিমত রসিদ দিতে পারিব না; বিবেচনা করুন, যেরূপ বিষম সময় উপস্থিত, তাহাতে আমি এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া মহারাজকে প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া লিখিয়া দিতে পারি না। রাজা তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ফরাসি সৈন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে প্রবেশ করিবামাত্র, রথ্চাইল্ড সত্বর হইয়া আপন উদ্যানের এক কোণে সেই অপরিমিত রাজসম্পত্তি পুতিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আপন বিষয় গোপন করিলেন না। তাঁহার ষাটি হাজার টাকার বিষয় ছিল। ফরাসিরা আসিয়া তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল, তাঁহার নিকট আর অধিক সম্পত্তি আছে বলিয়া সন্দেহ করিল না। কিন্তু যদি তিনি আপন সম্পত্তিও লুকাইয়া, কিছুই

নাই বলিয়া ভান করিতেন, তাহা হইলে সৈন্যেরা নিঃসন্দেহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিত, এবং হয়ত তাঁহার ও রাজার উভয়েরই সম্পত্তি লইয়া যাইত। সৈন্যেরা নগর হইতে বহির্গত হইলে পর, রথ্‌চাইল্‌ড রাজার ধন বহিষ্কৃত করিয়া তাহার কিয়দংশ লইয়া আপন কার্য্যে নিযোজিত করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিষয় কর্ম্মের সুপ্রতুল হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসরের পর সন্ধি স্থাপন হইলে, হেসি কাসলের রাজা আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রথ্‌চাইল্‌ডের নিকট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার কথা উত্থাপন করিতে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। যেহেতু তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, যদিও ফরাসিরা আমার সম্পত্তি লুণ্ঠন না করিয়া থাকে, তথাপি তিনি বলিতে পারেন তাহারা লইয়া গিয়াছে, এবং এইরূপে স্বয়ং আমার সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারেন। বাস্তবিক রথ্‌চাইলডের ধর্ম্ম জ্ঞান অপেক্ষা অর্থ লোভ প্রবল হইলে তিনি কখনই লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন রথ্‌চাইল্‌ড তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনকার সমুদায় সম্পত্তি আমার নিকট নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে, এক্ষণে সমুদায় টাকা শত করা পাঁচ টাকা সুদ সমেত ফিরিয়া লউন, তখন তিনি এক বারে বিস্ময়া-

পন্ন হইলেন। রথ্‌চাইল্‌ড যে রূপে রাজার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন আপনকার ধন বাঁচাইতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়া ছিল, তন্নিমিত্তেই ঋণ স্বরূপ মহারাজের ধন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আপন কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

রথ্‌চাইল্‌ডের এই অসামান্য সরলতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতা দর্শনে রাজা এমত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি আপন সমুদায় সম্পত্তি অতি অল্প সুদে ঐ ধার্ম্মিক বণিকের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বহুসংখ্যক ইউরোপীয় রাজার নিকট তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। আবশ্যক সময়ে সকল রাজাই তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে রথ্‌চাইল্‌ড অধিক টাকা সুদে খাটাইয়া বিস্তর লাভ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তিনি অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিলেন, এবং তাঁহার তিন পুত্রকে লণ্ডন, পারিস্‌ ও বিয়েনা, ইউরোপের এই তিন প্রধান রাজধানীতে ঐ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা তিন জনেই এমত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন যে ভূমণ্ডলে আর কেহ কখন সেরূপ হয় নাই। যিনি লণ্ডনে ছিলেন, তিনি মৃত্যু কালে সাত কোটি টাকার বিষয় রাখিয়া যান। অন্য দুই জনের সম্পত্তিও, বোধ হয়, তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এই সমস্ত সম্পত্তির

মূল কেবল মোসেস্ রথ্চাইল্ডের অসাধারণ ধর্ম্ম-পরায়ণতা মাত্র।

পরকীয়খ্যাতিবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

ধন, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি সম্পত্তি ভিন্ন আর আর নানা প্রকার বস্তু আছে। লোকে ঐ সকল বস্তুকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং তাহা নষ্ট হইলে বিলক্ষণ ক্ষতি ও অপকার বোধ করে। তন্মধ্যে সুখ্যাতি এক পরম ধন। কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া অপর সাধারণের যে প্রতীতি জন্মে তাহাকে সুখ্যাতি কহে। যখন কোন ব্যক্তি সুজন ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তখন সকলেই তাঁহাকে সমাদর করে; তিনি সকলেরই বিশ্বাস পাত্র হয়েন; সকলেই তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে; এবং সকলেই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর কথা কহে। ফলতঃ সুখ্যাতি দ্বারাই নানা প্রকারে লোকের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সজ্জন মাত্রেরই সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সুখ্যাতিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি তাঁহারা সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গুণের কৃতক পুরস্কার হয়। সুখ্যাতি লাভ হইলে তাঁহাদের আপন সাধুতা রক্ষণে বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মে। কিন্তু যদি আমরা এতাদৃশ ব্যক্তিদিগের সুখ্যাতি না

করি, অথবা বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকেই তাঁহাদের সুখ্যাতি লোপ করি, তাহা হইলে যথেষ্ট অপকার করা হয়। সাধুতার পুরস্কার নাই ভাবিয়া সাধু হইতে তাঁহাদের আর তাদৃশ উৎসাহ না থাকিতে পারে; এবং ইহাও সম্ভব, অন্যান্য লোকেরা সাধুতার এরূপ অনাদর দর্শনে ভগ্নোৎসাহ হইয়া সাধু হইতে যত্নবান্ না হইতে পারে। অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যাহার যেমন গুণ তাহার তদনুরূপ সুখ্যাতি প্রাপ্তি অত্যন্ত আবশ্যক।

দুরাত্মারা দুই প্রকারে অন্যের সুখ্যাতি বিলোপ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম এই; যে সকল কর্ম্ম অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রথিত, তাহা তাঁহার উপর আরোপ করে; যথা, অমুক এই কুকর্ম্ম করিয়াছে অথবা অমুক এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না; ইহাকে অপবাদ দেওয়া কহে। অন্য এক প্রকার এই: তাহারা তাঁহার গুণসমূহে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অথবা তিনি বাস্তবিক যে সৎকর্ম্ম করেন তাহা অসদভিপ্রায় মূলক বলিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহাকে অসূয়া কহে। এই রূপে অপবাদ দিয়া, অথবা অসূয়া দ্বারা কোন ব্যক্তির সুখ্যাতি লোপ করা, তাঁহার সম্পত্তি হরণ করার তুল্যরূপ গর্হিত, সন্দেহ নাই।

অতএব কাহারও বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে যৎ পরোনাস্তি সাবধান হইয়া কথা কহা উচিত। কারণ যদি আমরা একবার কাহারও দুর্নাম রটাইয়া দি,

তাহা হইলে আর তাহা ক্ষালন করা দুঃসাধ্য। যে বাক্য এক বার মুখ হইতে নির্গত করা যায় তাহা আর প্রত্যাহরণ করিবার পথ থাকে না। এক ব্যক্তি শুনিয়া আর এক ব্যক্তিকে কহে, সে ব্যক্তি ও অন্য ব্যক্তিকে কহে। এই রূপে ঐ বাক্য ক্রমে ক্রমে যেমন প্রচারিত হয় সেই সমভিব্যাহারে নানা অলঙ্কারেও অলঙ্কৃত হইতে থাকে। পরিশেষে উহা প্রথমোদিত বাক্যের অভিপ্রায় অপেক্ষা অনেক অংশে বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপে এক ব্যক্তি অপবাদ গ্রস্ত হয়; কিন্তু কি কারণে এরূপ অপবাদ হইল তাহা কখনই জানিতে পারে না।

যিনি মানব জাতির সুখ্যাতি বিলোপ করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে অভিলাষ করেন, অপবাদ সূচক বাক্য প্রয়োগ করা, এবং তদ্বিষয়ক যে সকল বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হয় তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট উত্থাপন করা, তাঁহার কোন ক্রমেই উচিত নহে। এইরূপ বোধ থাকাকেই পরকীয়খ্যাতিবিষয়িণী ন্যায়পরতা কহে।

মিথ্যাপবাদে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড।

জেনফন্ নামে গ্রীস দেশীয় এক পণ্ডিত কহিয়াছেন, সক্রেটিস্ এমত ধার্ম্মিক ছিলেন যে, দেবতাদিগের

সম্মতি না বুঝিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; এমত ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন যে, কখন কাহারও অণুমাত্রও অপকার করেন নাই, বরং অনেকেরই মহোপকার করিয়াছিলেন; এবং এমত বিজ্ঞ ছিলেন যে, অতি দুরূহ বিষয় উপস্থিত হইলেও অন্যদীয় পরামর্শ নিরপেক্ষ হইয়া তিনি স্বয়ংই তদ্বিষয়ের উপায় চিন্তন ও কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিতেন। তিনি ধর্ম্মের অতিশয় গৌরব করিতেন এবং ভোগ সুখে কিঞ্চিন্মাত্রও আসক্ত ছিলেন না। যাহাতে মানব জাতি ন্যায়পথে চলে ও সুখী হইতে পারে এই চেষ্টাতেই তিনি জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। এই রূপ অসাধারণ গুণ সম্পন্ন হইয়াও তিনি মিথ্যাপবাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

এথিনী নগরে কতক গুলি পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন না, সুতরাং অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবারও তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল না। আপনাদিগের ক্ষমতা প্রদর্শন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সকল ব্যক্তি আপাততঃ মনোরঞ্জনকারি বাক্য বিন্যাস দ্বারা বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ ঐ সকল পণ্ডিতদিগের ভ্রম প্রদর্শন বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না; এবং যাহাতে বালকেরা তাঁহাদের উপদেশবশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমকূপে পতিত না হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত ঐ সকল পণ্ডিতেরা

সক্রেটিসের অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। তদ্ভিন্ন আর আর অনেক লোকও তাঁহার অতিশয় দ্বেষ করিত; তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল লোকের উপার্জ্জনের প্রধান উপায় স্বরূপ কতক গুলি কুনীতি প্রচলিত ছিল, সক্রেটিস্ ঐ সমস্ত কুনীতি রহিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন।

সক্রেটিসের বিপক্ষেরা মিথ্যাপবাদ দিয়া তাঁহাকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিল। এথিনীয়েরা আমাদের মত নানা দেব দেবীর পূজা ও উপাসনা করিত। কিন্তু সক্রেটিস্ কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর মানিতেন; তথাপি আপন মত গোপনে রাখিয়া স্বদেশের ঐ চিরসেবিত ব্যবহারে কিছু কিছু আস্থা প্রদর্শন করিতেন। সক্রেটিস্ দেবতা মানেন না ও তাঁহাদিগকে ভক্তি করেন না, অজ্ঞান লোকদিগের মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিতে পারিলে তাহারা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইবেক, ইহা তাঁহার বিপক্ষেরা বুঝিতে পারিয়াছিল। অতএব তাহারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল যে, রাজ্যের সমুদায় লোক যে সকল দেবতা মানে, সক্রেটিস্ তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন এবং আপন মতানুযায়ি উপদেশ দ্বারা নগরের বালকদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছেন।

সক্রেটিস্ যদিও অতি বিশুদ্ধচরিত ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তথাপি এই প্রকার মিথ্যাপবাদ

দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট অপকার জন্মিয়া উঠিল। এথিনীয়েরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত; এক্ষণে তাঁহাকে অধার্ম্মিক নিশ্চয় করিয়া সে ভক্তি পরিত্যাগ করিল; এবং এই ইচ্ছা করিতে লাগিল যে ঐ অপরাধে তাঁহার দণ্ড হয়। এই রূপে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত হইলে বিপক্ষেরা প্রাড়্‌বিবাকদিগের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। যদর্থে অভিযোগ হইল, তাহা যথার্থ হইলেও কোন ক্রমে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সক্রেটিস্‌ বিলক্ষণ রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রাড়্‌বিবাকদিগের এমত কুসংস্কার হইয়া ছিল যে, তাঁহারা তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া বিষ পান দ্বারা প্রাণত্যাগ রূপ দণ্ড বিধান করিলেন।

এপর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে সক্রেটিসের তুল্য যথার্থ জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক অতি অল্প জন্মিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহাকেও এই রূপ অমূলক অপবাদগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

যখন কেহ অর্থলাভ অথবা অন্য কোন পুরস্কার প্রত্যাশায় কাহারও কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে,

নিয়োগ কর্ত্তা মনে এই স্থির করেন, সে নিঃসন্দেহ সুচারুরূপে সেই কর্ম্ম সমাধা করিবেক। যদি নিযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে স্বামিকার্য্য নির্ব্বাহ না করে, তাহা হইলে স্বামিকে প্রতারণা করা হয়, এবং এই রূপ কর্ম্ম করিয়া বেতন স্বরূপ অর্থ লওয়া চুরি করিয়া লওয়ার তুল্য। যদি কেহ, এই বেতনে দশ ঘণ্টা কর্ম্ম করিব বলিয়া, নয় ঘণ্টা মাত্র কর্ম্ম করে, আর এক ঘণ্টা আলস্য করিয়া কাটায়, কিন্তু নিয়োগকর্ত্তার নিকট সম্পূর্ণ বেতন লয়, তাহা হইলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ চুরি করা হয়।

যদি কেহ কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, সেই কর্ম্ম ধর্ম্মতঃ ও যত্ন পূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে সে সকল লোকের নিকট আদরণীয় হয়। যদি কালিক নিয়ম থাকে, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তও বৃথা ক্ষেপণ করা উচিত নহে।

যাহার প্রতি কোন কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করিবার ভার থাকে, তাহার, যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, তাহাকেই নিযুক্ত করা উচিত। প্রাড়্‌বিবাকদিগেরও সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য; ক্রোধ, লোভ, ভয়াদির বশীভূত হইয়া অন্যথা করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

যদি কোন আত্মীয় ব্যক্তি আমাদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমরা আপন জ্ঞানা-

নুসারে তাঁহার পক্ষে যাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বোধ করিব তাহাই পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়া, সে ব্যক্তি কেমন লোক ইহা জানিবার নিমিত্ত, আমাদের মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ মত দেওয়াই উচিত। যে ব্যক্তিকে আমরা ভদ্র লোক মনে করি না, পাছে সে শুনিলে অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ, তাহাকে ভদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা অতি অভদ্রের কর্ম্ম। এরূপ করিলে তাঁহাকে ঠকান হয়, এবং যে ব্যক্তি পরে তাঁহাকে বিলক্ষণ ঠকাইতে পারে এমত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করান হয়। অতএব এমত স্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে যথার্থ বলাই অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে এই রূপ ন্যায় অন্যায় বোধ থাকাকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানবিষয়িণী ন্যায়-পরতা কহে।

জর্জ ওয়াসিংটন্।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এক এক রাজার শাসনের অধীন; কিন্তু আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি দেশ সেরূপ নহে। ইঙ্গরেজী ভাষায় ঐ দেশের নাম ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স। অন্যান্য দেশের ন্যায় তথায়

রাজা নাই। এক এক প্রদেশে এক এক সমাজ আছে। সেই সেই প্রদেশের লোকেরা কতকগুলি উপযুক্ত লোক বাছিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দেশ শাসন, সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করে। তাঁহারাই ঐ সমাজে একত্র হইয়া তত্তৎ প্রদেশের সমস্ত রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদ্ভিন্ন, সমুদায় দেশের মধ্যে এক প্রধান সমাজ আছে; সেই সমাজের সামাজি-কেরা সমুদায় প্রদেশের অধ্যক্ষ স্বরূপ। জর্জ ওয়াসিং টন্ এই সমাজের অধিপতি ছিলেন।

এক ব্যক্তির সহিত ওয়াসিংটনের অতিশয় আত্মী-য়তা ছিল। ঐ বন্ধু সুশীল, সজ্জন ও সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু বিষয় কর্ম্মে তাঁহার তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। ওয়াসিংটনের হস্তে বিলক্ষণ লাভজনক এক কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে, ঐ বন্ধু সেই কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায় আবেদন করেন। ওয়াসিংটন্ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা পরি পূরণে কদাচ অসম্মত হইবেন না, এই বোধ করিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিল তিনিই নিঃসন্দেহ উপ-স্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। অন্য এক ব্যক্তিও ঐ কর্ম্মের প্রার্থনায় আবেদন করেন, ইনি ওয়া-সিংটনের প্রতিপক্ষ ছিলেন, কিন্তু ওয়াসিংটনের বন্ধু অপেক্ষা বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও সচ্চরিত্র। যাহা হউক সকলেই বোধ করিয়াছিল এই ব্যক্তির কর্ম্ম পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি ওয়াসিংটনের

সঙ্কল্পিত অনেক বিষয় অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে যে বিষয়ের অভিলাষী, ওয়াসিংটনের পরম মিত্র তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ওয়াসিংটন্ অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন সুতরাং আপন প্রতিপক্ষকে মিত্র অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তখন দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল।

অনন্তর এক বন্ধু ওয়াসিংটন্‌কে কহিলেন, আপনকার মিত্রকে কর্ম্ম না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ওয়াসিংটন্ উত্তর করিলেন, আমি আমার মিত্রকে অতিশয় সমাদর ও স্নেহ করিয়া থাকি। যত কাল বাঁচিব এই রূপ সমাদর ও স্নেহ করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধুতার অনুরোধে আমি অন্যায় করিতে পারি না। তিনি নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃত বটেন কিন্তু কর্ম্মের লোক নহেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার বিপক্ষ, কিন্তু কার্য্যদক্ষ। উপস্থিত বিষয় আমার নিজের বিষয় নহে; সুতরাং বন্ধুতা নিবন্ধন দয়া বা অনুগ্রহ প্রকাশের স্থল নয়; নিজ বিষয়ে সাধ্যানুসারে বন্ধুর উপকার করিতে আমি কদাচ ত্রুটি করিব না।

প্রাড়্‌বিবাক গাস্‌কোইন্।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ হেনরির পুত্র যুবরাজ পঞ্চম হেনরি সদসদ্বিবেচনাশূন্য ছিলেন না, কিন্তু

অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ছিলেন। কতকগুলি লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে এক জন কোন লোকের প্রতি অত্যাচার করাতে, সে প্রাড়্‌বিবাক গাস্‌কোইনের নিকট তাহার নামে অভিযোগ করে। যুবরাজ সহচরের দণ্ড নিবারণ নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রাড়্‌বিবাক অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং সে অপরাধী স্থির হওয়াতে তাহার যথাবিধি দণ্ড বিধান করিলেন। ইহাতে যুবরাজ একবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রাড়্‌বিবাককে প্রহার করিলেন।

এই রূপ ব্যবহার অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার কর্ম্ম; কিন্তু এই উপলক্ষে যুবরাজের নামে অভিযোগ অথবা তাঁহার দণ্ড বিধান করিতে অনেকেরই সাহস হইত না। পরন্তু গাস্‌কোইন সে রূপ ছিলেন না; রাজা অথবা যুবরাজের ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইবার লোক নহেন। তিনি প্রাড়্‌বিবাকীয় ক্ষমতা অনুসারে তৎক্ষণাৎ অন্যায়কারি যুবরাজকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

এক্ষণে যুবরাজ আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া প্রাড়্‌বিবাকের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। যেহেতু, বিচার বিষয়ে পদের গৌরব নিবন্ধন অনুগ্রহ হওয়া উচিত নহে, ইহা তিনি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ

রাজা কিঞ্চিন্মাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, কোন উপরোধ অনুরোধ না মানিয়া অথবা অন্য কোন কারণে শঙ্কিত না হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে যথার্থ বিচার করেন এমত ন্যায়পরায়ণ প্রাড়্বিবাক আমার রাজ্যে আছেন শুনিয়া আমি পরম সুখী হইলাম; এবং আমার পুত্রও অনায়াসে এরূপ কঠিন দণ্ড স্বীকার করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া তদপেক্ষা আরও অধিক সুখী হইলাম।

ঋণবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

যদি কেহ তৎক্ষণাৎ বেতন না দিয়া কাহাকেও কোন কর্ম্ম করাইয়া লয়, অথবা তৎক্ষণাৎ মূল্য না দিয়া কাহারও কোন বস্তু ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ বেতন ও মূল্য সেই ব্যক্তির ঋণ স্বরূপ হয়; সুতরাং কর্ম্ম কারয়িতা ও ক্রেতা অধমর্ণ, এবং কর্ম্মকর্ত্তা ও বিক্রেতা উত্তমর্ণ স্বরূপ হয়।

বিষয় কর্ম্ম স্থলে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কোন রূপেই চলে না। এতদ্ব্যতিরিক্ত সাংসারিক ব্যাপার উপলক্ষে ও কখন কখন পরস্পর ঋণ

গ্রহণ ও ঋণ দান করিতে হয়। অধমর্ণ নির্দ্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা যদি না থাকে, এবং সেই ঋণ প্রয়োগ দ্বারা উভয় পক্ষেরই উপকার দর্শে, তাহা হইলে ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ করা উচিত ও ন্যায্য। কিন্তু কখন ঋণ পরিশোধ হইবেক এমত কোন উপায় না থাকিতেও ঋণ করা অত্যন্ত অন্যায়। তাহা হইলে এক ব্যক্তিকে তাহার আপন ধনে বঞ্চিত করা হয়। বস্তুতঃ এরূপ ঋণ গ্রহণ এক প্রকার দস্যুবৃত্তি।

অত্যন্ত আবশ্যক না হইলে এবং পরিশোধ করিতে পারিব ইহা নিশ্চিত না বুঝিলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কদাচ ঋণ করেন না। ঋণ করিয়া তিনি ভুলিয়া থাকেন না; সর্ব্বদাই মনে রাখেন; সুযোগ পাইলেই পরিশোধ করেন। যদি দৈবাৎ ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি অসুখ জন্মে, এবং যাবৎ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিতে না পারেন, তাবৎ তিনি আয়াস ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন না।

জর্জ লুইস্।

প্রায় এক শত বৎসর অতীত হইল জর্জ লুইস জর্ম্মনির অন্তঃপাতি এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ধনাগার শূন্য এবং

আপনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ কেহ এই বলিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তদ্ভিন্ন তাঁহার ঐ দায় হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন সদুপায় নাই।

যে রাজা তাদৃশ ন্যায়পরায়ণ নহে, সে অনায়াসেই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, সন্দেহ নাই। যেহেতু সে সহজেই বোধ করে, ইহা অপেক্ষা আর সদুপায় সম্ভবে না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ লুইস্ কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, প্রজারা আমার ঋণের হেতু নহে; অতএব এই ঋণ পরিশোধার্থে কর বৃদ্ধি করিয়া আমি প্রজাদিগকে কদাচ বিপদ্‌গ্রস্ত করিব না। পরে অবিলম্বে অনাবশ্যক ভৃত্যবর্গ ও ঘোটক সমূহ বিদায় করিয়া দিলেন, এবং অল্প ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া আপনিও কিছু দিনের নিমিত্ত জেনিবা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই রূপে আবশ্যক মাত্র ব্যয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা সমুদায় ঋণ পরিশোধ হইলে পর, তিনি আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজাদিগের সমধিক স্নেহ ভাজন হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে কেবল ঋণ বিষয়ে নিষ্কৃতি দিতে অস্বীকার করিলেন এমত নহে, সর্ জেম্স এম্বরিকেও এই বিষয় জ্ঞাত করিলেন। ইহা শুনিয়া এম্বরি বর্ফোর্ডকে এক পত্র লিখিলেন; তাহার মর্ম্ম এই, আমি তোমাকে আর আমার অংশী করিব না; তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম পরায়ণ অন্য এক ব্যক্তিকে স্থির করিয়াছি।

এই রূপে এই আত্মাভিমানিনী মিথ্যা কথা কহিয়া পিতার আশা ভরসা সকলই এক বারে উচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বর্ফোর্ড পীড়িত ছিলেন, তথাপি এই পত্র পাইবামাত্র আরোপিত দোষ ক্ষালনার্থ অবিলম্বে লণ্ডন প্রস্থান করিলেন। ডাকের গাড়িতে যাইবার সঙ্গতি ছিল না এই নিমিত্ত তাঁহাকে পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছিল। পথশ্রান্তিতে পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে রাজপথ সন্নিহিত এক পান্থ নিবাসে তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইল। ঐ সময়ে সর জেম্স এম্বরি সস্ত্রীক ওয়েল্স গমন করিতেছিলেন; তিনিও এক রাত্রির নিমিত্ত ঐ পান্থ নিবাসে অবস্থিতি করিলেন; এবং একটি দরিদ্র পথিক তথায় পীড়িত হইয়া রহিয়াছে শুনিয়া অন্তঃকরণে অনুকম্পার উদয় হওয়াতে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে দেখিতে গেলেন।

এম্বরি হতভাগ্য বর্ফোর্ডকে এই রূপ পীড়িত দেখিয়া, এবং হায়! আমার কন্যা মিথ্যা কহিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিল ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ বাক্য বর্ কোর্ডের আরোপিত দোষ ক্ষালনের বিলক্ষণ উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। এমরি ঐ প্রলাপ বাক্য শ্রবণে তাঁহার নির্দ্দোষতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার রোগাপনোদনের চেষ্টা করিতে কোন ক্রমেই ক্রটি করিলেন না। বর্ফোর্ড সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুঃশীলা কন্যার দোষে পুনর্ব্বার বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কিছু দিন পরে তিনি অগত্যা এক অল্প লাভ-জনক কর্ম্ম পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন।

অতএব দেখ, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে এক পা চলিলেও কত বিপদ্ ঘটে!

মহানুভাবতা।

কোন কোন ব্যক্তি অতি তুচ্ছ বিষয়েরও নিয়ত দোষানুসন্ধান করিয়া থাকে। যদি কেহ কোন অপকারের অভিসন্ধি না করিয়াও হঠাৎ একটি অতি সামান্য অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহারা সমান ব্যবসায়িদিগের ঈর্ষ্যা করে; পরশ্রীকাতর হয়। কেহ কোন সামান্য

অপকার করিলেও তাহারা চির কাল মনে করিয়া রাখে, এবং সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিফল প্রদান করে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগকে লঘুচেতা কহে।

কিন্তু মহানুভাব মহাশয়দিগের এরূপ স্বভাব নহে। সহসা তাঁহাদের রাগ জন্মে না; জন্মিলেও অধিক ক্ষণ থাকে না। যদিও আপনারা কোন্ বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হন, অন্য ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখিলে সাতিশয় আনন্দিত হয়েন। তাঁহারা প্রতিবেশিদিগের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু কখন মৎসর বা বিদ্বেষাচরণ করেন না। অসাবধানতা বশতঃ কেহ কোন অপরাধ করিলে, যদিও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হয়, তাঁহারা অনায়াসেই মার্জ্জনা করেন। ঈদৃশ ব্যক্তিরা আপনাদিগের অভিলষিত সম্পাদন নিমিত্ত চাতুরী, প্রবঞ্চনা বা অন্য কোন গর্হিত উপায়াবলম্বনে কখনই সম্মত হয়েন না। অতি সামান্য ব্যক্তিও যদি ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হয়, তাহাকে তাঁহারা আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কাহারও দ্বেষ করেন না। পরের অপবাদে বা অনিষ্টাচরণে কখনই তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাকেই মহানুভাবতা কহে। এই অসাধারণ গুণ জগতে অতি বিরল। অপরসাধারণ সকলেই এই গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে।

মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ্।

একদা মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ্ শ্রবণ করিলেন যে, এথীনীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্র তাঁহার মিথ্যাপবাদ প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তিনি এমত মহাস্বভাব ছিলেন যে, তাহাতে রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; কেবল এই মাত্র কহিলেন, অতঃপর আমি এরূপে চলিব যে, আমার অভিযোক্তাদিগকে সকলে মিথ্যাবাদী বোধ করিবেক।

সময়ান্তরে এক জন প্রজা তাঁহাকে উপহাস করাতে অনেকে তাহাকে নির্ব্বাসন করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু রাজা কহিলেন, সে উপহাস করিতে পারে আমি কখন এমত কোন কর্ম্ম করিয়াছি কি না অগ্রে তাহা দেখা আবশ্যক। অনন্তর অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, ঐ ব্যক্তি কোন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই পুরস্কার পায় নাই। তখন তিনি আপনারই দোষ স্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা দিলেন।

হেবেনার শাসনকর্ত্তা।

যখন দুই জাতির পরস্পর যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন তাহারা বিবেচনা করে যে, যত সম্ভবে পরস্পরের অপকার করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। যুদ্ধ ও দেশ লুণ্ঠন

স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশানুরাগ মনের এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও এক অতি প্রশংসনীয় গুণ। কোন দেশের লোক যত অসভ্য হউক না কেন, এবং সেই দেশকে অন্যদেশীয় লোকে যত অপকৃষ্ট জ্ঞান করুক না কেন, সেই দেশের প্রতি সেই দেশের লোকের একটি স্বাভাবিক অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ থাকে। স্বদেশানুরাগ ন্যায়ানুগত থাকিলে বিশিষ্ট ফলদায়ক হয়। এই গুণ আছে বলিয়া প্রত্যেক দেশের লোক বিপক্ষের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষায় উদ্যত হয়; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে যত্নবান্ হয়; এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি স্নেহ সম্পন্ন হয়। তথাহি; ইঙ্গরেজেরা ইংলণ্ড ও ইঙ্গরেজদিগকে অন্য দেশ অথবা অন্যদেশীয় লোক অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে; বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ইংলণ্ড রক্ষা করিতে প্রাণদানে উদ্যত হয়; ইংলণ্ডে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় এবং স্বদেশীয় লোকের সর্ব্বপ্রকারে সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সতত এই বাসনা করে। স্বদেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও রাজশাসন প্রণালীকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া চলে, কখন কোন অংশে বিরাগ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করে না; এই নিমিত্ত উত্তরোত্তর ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

স্বদেশানুরাগ ন্যায়ানুগত থাকিলে যেমন বিশিষ্ট

ফলদায়ক হয়, তদ্বিপরীত হইলে তেমনই অবজ্ঞেয় ও অনিষ্টজনক হইয়া উঠে। সকল জাতিরই কোন কোন বিষয়ে ন্যূনতা থাকে এবং এমত কোন কোন দোষ থাকে যে, তাহা সংশোধন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন জাতি স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া সেই ন্যূনতা ও সেই সকল দোষ দেখিতে পায় না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ হইলে সেই ন্যূনতার পরিহার ও সেই সেই দোষের সংশোধন হয় না। কোন কোন জাতি স্বদেশের প্রতি এমত অনুরক্ত যে, অন্য দেশ ও অন্য দেশ নিবাসি লোকদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ইহাও অন্যায়। যেমন কোন ব্যক্তি আপনাকে মহাত্মা ও ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া আর সকল লোককে তুচ্ছ ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিলে প্রশংসাভাজন না হইয়া কেবল উপহাসাস্পদই হয়, কোন জাতিও ঐ রূপ করিলে সেই রূপ হয় সন্দেহ নাই। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে স্বদেশের রক্ষণার্থে যত্নবান্ হওয়া যেমন উচিত, উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে অন্য দেশ আক্রমণে উদ্যত হইয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করা তেমনই অনুচিত। যুদ্ধ অশেষ অমঙ্গলের প্রবল কারণ। অত্যন্ত আবশ্যক না হইলে যুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। স্বদেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়া অন্যান্য দেশের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অতি অসৎ কর্ম্ম।

করিবার নিমিত্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরের রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করে, এবং বিপক্ষের জাহাজ রুদ্ধ ও নষ্ট করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। এই রূপে যখন বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অশেষ বিষম অসৎ প্রবৃত্তিতে দূষিত থাকে, তখন যিনি শত্রুর প্রতি ন্যায়পরতা ও দয়া প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ মহাত্মা ও যথার্থ মহানুভাব।

১৭৪৬ খৃঃঅব্দে স্পেন দেশীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ইংরেজদিগের ইলিজাবেথ্ নামে এক খান জাহাজ বহুসংখ্যক মহামূল্য বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে অকস্মাৎ তাহার তলা ফুটিয়া গেল। জাহাজের লোকেরা দেখিল যে, নিকটে কেবল হেবেনা নামক এক স্থান আছে, কিন্তু তাহা স্পেন রাজ্যের অন্তর্গত; সুতরাং তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসিরা নিঃসন্দেহ জাহাজ লুঠিয়া লইবেক এবং তাহাদিগকেও কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিবেক। কিন্তু তথায় যাওয়া ব্যতিরিক্ত প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগকে অগত্যা সেই স্থানেই জাহাজ লাগাইতে হইল।

জাহাজের অধ্যক্ষ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জাহাজ সমর্পণ করিয়া এই মাত্র প্রার্থনা করিলেন,

আপনি সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন, কিন্তু কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না। শাসনকর্ত্তা কহিলেন, যদি তোমরা বিপক্ষভাবে এখানে আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের জাহাজ লুঠিয়া লইতাম এবং তোমাদিগকেও কারাগারে রুদ্ধ করিতাম। কিন্তু তোমরা বিপদ্গ্রস্ত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব এ সময়ে তোমাদিগের অপকার না করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করাই মনুষ্যত্বের কর্ম্ম। আমি অনুমতি দিতেছি তোমরা এখানে থাকিয়া জাহাজ মেরামত করিয়া লও। মেরামত সমাপ্ত হইলে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে জাহাজ লইয়া যাইতে পাইবে। শাসন কর্ত্তার এই অসাধারণ মহানুভাবতা দর্শনে অধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে জাহাজের অধ্যক্ষ সেখানে কিছু দিন থাকিয়া জাহাজ মেরামত করিয়া লইলেন। পাছে স্পেনের যুদ্ধজাহাজ হইতে পথে কোন বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া তন্নিবারণার্থ শাসনকর্ত্তা প্রস্থান সময়ে তাঁহাকে এক আজ্ঞাপত্র দিলেন, তাহা দর্শাইয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে স্বদেশে উত্তীর্ণ হইলেন।

যিনি শত্রুবিনাশের সম্পূর্ণরূপ সুযোগ পাইয়াও উপেক্ষা করেন, তিনিই মহাত্মা ও তিনিই মহানুভাব। তিনি ভুবনবিজয়ী হইবেন বলিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরও সেই সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির আপনাকে ভাল বাসা ও বিশুদ্ধ উপায় দ্বারা আপনার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া ন্যায়ানুগত কর্ম্ম বটে; কিন্তু প্রতিবেশিদিগকে ভাল বাসা ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াও উচিত ও আবশ্যক, কোন ক্রমেই তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করা বিধেয় নহে। এই রূপ প্রত্যেক জাতির ও এই নিয়ম প্রতিপালন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কালিস্ নগরের অবরোধ।

ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় এড্ওয়ার্ড এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কালিস্ নগর অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি পুরবাসিগণ তাঁহাকে নগর সমর্পণ করে নাই; বিশেষতঃ ঐ অবরোধে তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তাহাদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া পাঠাইলেন, আমি তোমাদিগের প্রস্তাবিত নিয়মে সম্মত হইব না; আমার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিব; অর্থাৎ ইচ্ছা হয় তোমা-

দের ধন, প্রাণ রক্ষা করিব, ইচ্ছা হয় নষ্ট করিব। যদি এই নিয়মে নগর সমর্পণ কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারি। এই কঠিন পণে রাজার সেনাপতিগণও আপত্তি করাতে তিনি পরিশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক কেবল এই মাত্র অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন যে, যদি নগরের ছয় জন প্রধান লোক খালি মাথায়, খালি পায়ে, অতি হীন বেশে, গলদেশে পাশ বন্ধন পূর্ব্বক নগরের ও দুর্গের চাবি হস্তে করিয়া পুরবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়; এবং আমি তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে অথবা অন্যবিধ যে কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিব, যদি তাহাতেই তাহারা সম্মত হয়, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ আর সকল পুরবাসিদিগকে ক্ষমা করিতে পারি।

এই প্রস্তাব পত্রারূঢ় হইয়া নগরে প্রেরিত হইল। পুরবাসিগণ একত্র হইয়া পাঠ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল। এই বিষম প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন এমত ব্যক্তি পাওয়া যে কত কঠিন তাহা বিবেচনা করিলে পুরবাসিগণের এরূপ বিলাপ ও পরিতাপ কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে। তথায় ইউষ্টেস্ ডি সেণ্ট পিয়র্ নামে এক অতি প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাবৎ নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষিতা মহামূল্য বলিয়া ভূমণ্ডলে আদৃত হইবেক, তাবৎ এই মহাত্মার নাম ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃ-

করণে জাগরূক থাকা উচিত। কিয়ৎ ক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইলে পর তিনি সমাগত পুরবাসি দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বান্ধব গণ! যে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াও এই পরম রমণীয় নগরের রক্ষা বিষয়ে আনুকূল্য করিবেক, সে জগদীশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র ও স্বদেশের আদরণীয় হইবেক সন্দেহ নাই। আমি স্বীকার করিতেছি, ইংলণ্ডেশ্বরকে নগরের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আপন মস্তক প্রদান করিব। এই বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া সকলেই অশ্রু-পূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

সেণ্ট পিয়রের এই অসাধারণ আত্ম সমর্পণোদ্যম দেখিয়া আর পাঁচ জন মহানুভাব প্রধান পুরবাসী ও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এড্‌ওয়ার্ড যে রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইহাঁরা ছয় জনে অবিলম্বে সেই প্রকার হীন বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু ঈদৃশ কার্য্যানুরোধে এই হীন বেশ মহামূল্য রাজ-পরিচ্ছদ অপেক্ষাও অধিক শোভাকর ও অধিক প্রশংসনীয়। তাঁহারা এড্‌ওয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বদেশের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আত্ম সমর্পণ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তোমরা ত্বরায় পরাজয় স্বীকার কর নাই, এই নিমিত্তই আমার এত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া অবিলম্বে তাঁহা-

দিগের শিরশ্চেছদন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সর্ ওয়াল্টর্ ম্যানি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক এবং স্বয়ং যুবরাজও এই নৃশংস ব্যাপার নিবারণার্থ অনেক যত্ন ও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পরিশেষে রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহাদিগের ছয় জনের প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন।

রাজা নানা কারণে রাজমহিষীর প্রতি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরিশেষে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! যদি তুমি অদ্য স্থানান্তরে থাকিতে, তাহা হইলে ভাল হইত। যাহা হউক আমি তোমার প্রার্থনা বিফলা করিতে পারি না। এই ছয় ব্যক্তিকে লও, যাহা ইচ্ছা হয় কর। পরম দয়াবতী রাজ্ঞী আপন অনুরোধ রক্ষা হইল দেখিয়া সাতিশয় প্রীতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া স্ব স্ব আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

সম্পূর্ণ।